আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

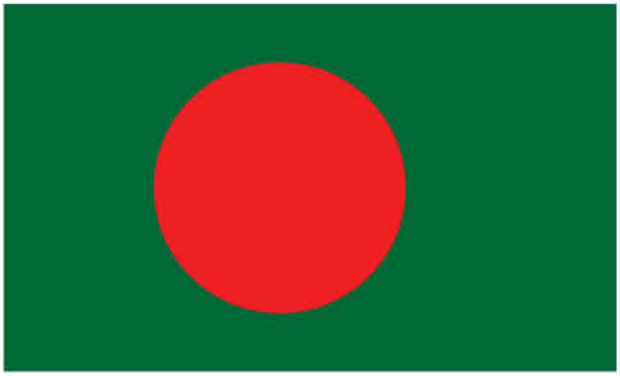

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

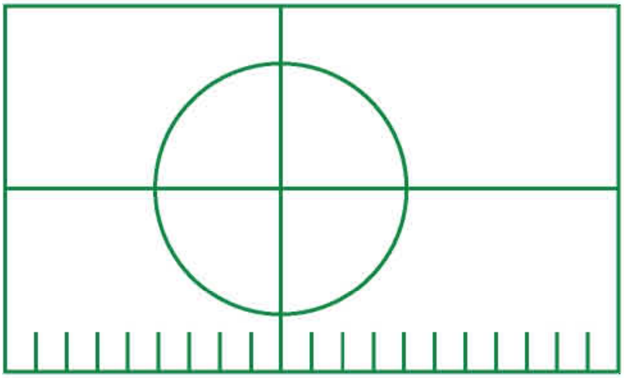

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' x $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

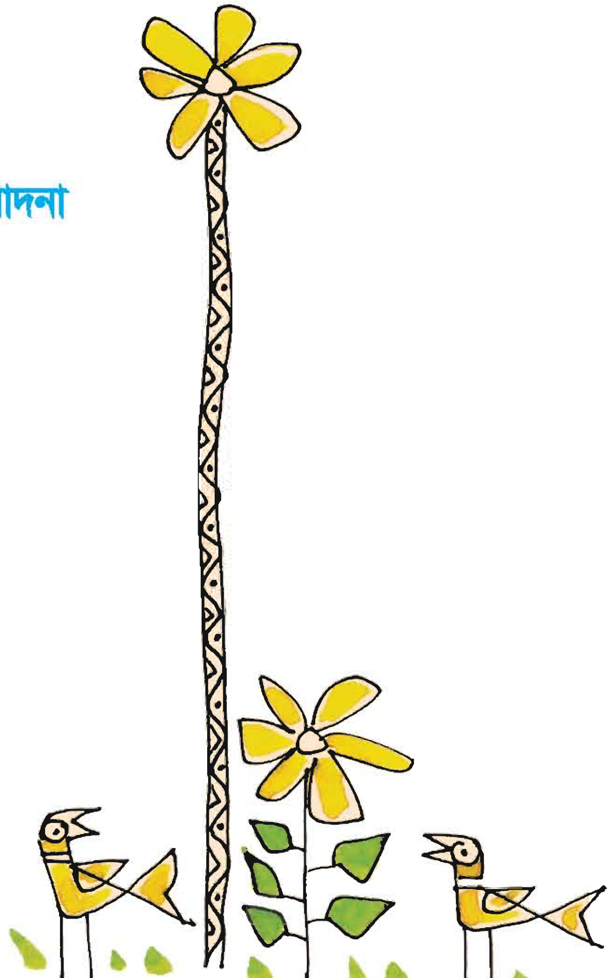

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

শফিউল আলম
ড. মাহবুবুল হক
ড. সৈয়দ আজিজুল হক
নূরজাহান বেগম

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনীমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত কবিতা ও গদ্য শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এক থেকে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনানির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিমণ্ডল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরা সহজ বাক্য পড়তে ও লিখতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। তবে কিছু শিক্ষার্থীর ভাষা যোগ্যতা প্রত্যাশিত পর্যায় অর্জনের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এমনকি বর্ণ শনাক্তকরণ, শব্দ, বাক্য পড়ার ক্ষেত্রে এসকল শিক্ষার্থী সমস্যার সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির শুরুতে প্রথম শ্রেণির রিভিউ হিসাবে চার পৃষ্ঠার একটি পুনরালোচনামূলক পাঠ সংযোজন করা হয়েছে। এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণিতে অর্জিত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের সহায়ক হিসেবে চর্চার সুযোগ পাবে। তাছাড়া যেসব শিক্ষার্থীর প্রথম শ্রেণিতে অর্জিত শিখনের সহায়তা প্রয়োজন, তারা তা অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই পাঠ্যপুস্তকে কথায় সংখ্যা লেখার অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। সংখ্যার ধারণা ও কথায় সংখ্যা লেখার অনুশীলন গণিত বিষয়ে অর্জন করবে। তাত্বিক পরিমণ্ডলে কথায় সংখ্যা ব্যবহারে শিক্ষার্থীর শিখন অধিক সুদৃঢ় করার জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংখ্যা-সংশ্লিষ্ট অনুশীলন রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। ভাষা দক্ষতা হিসাবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে এই পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন।

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন:

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্রেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

দ্বিতীয় শ্রেণি শেষে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো–

- ধ্বনি সম্পর্কে সচেতনতা;
- বর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সমন্বয় করা;
- সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সাথে বর্ণ শনাক্ত করা;
- কারচিহ্নের সঙ্গে বর্ণ সমন্বয় করে উচ্চারণ;
- শুদ্ধ উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- স্বাভাবিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোদ্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোদ্ধার করা।

লেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। এই কাজ শিক্ষক জোড়া এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে লেখার কাজ শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাক্যে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখনসহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখনকার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে–

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাদক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা শিখনসহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করাবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন।

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন।

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তু ও পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সমূহ হচ্ছে:

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার করা;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন– নদী, ঋতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা বলা ও পড়া;
- নিজের ভাষায় পঠিত বিষয়বস্তু বলা ইত্যাদি।

উল্লিখিত শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক অর্থসহ নতুন শব্দ ও বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা দেয়ালে টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উত্তর লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভর। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেবেন। বানান সঠিক করার জন্য শিক্ষক প্রশংসা করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশে ও শিক্ষার্থীর জীবনঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবধর্মী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমার পরিচয়	১
পাঠ থেকে জেনে নিই	২
ছবির গল্প: সুন্দরবন	৬
আমাদের দেশ	১২
শীতের সকাল	১৬
আমি হব	২০
জলপরি ও কাঠুরে	২৪
নানা রঙের ফুলফল	২৮
আমাদের ছোট নদী	৩২
দাদির হাতের মজার পিঠা	৩৬
ট্রেন	৪০
দুখুর ছেলেবেলা	৪৪
প্রার্থনা	৪৮
খামার বাড়ির পশুপাখি	৫২
ছয় ঋতুর দেশ	৫৬
মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা	৬২
কাজের আনন্দ	৬৬
সবাই মিলে করি কাজ	৭১
শব্দের অর্থ জেনে নিই	৭৪

আমার পরিচয়

বই উৎসবে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা।

আমার পরিচয় বলি ও লিখি।

আমার নাম : ....

আমার মায়ের নাম : ....

আমার বাবার নাম : ....

আমার বিদ্যালয়ের নাম : ....

আমি যে শ্রেণিতে পড়ি : ....

আমার গ্রামের/শহরের নাম : ....

আমার দেশের নাম : ....

২০২২

পাঠ থেকে জেনে নিই

পড়ি ও নিজের ভাষায় বলি।

আজ শুক্রবার।স্কুল ছুটির দিন। ঐশী ও ওমর বাগানে কাজ করছে। বাগানের এক পাশে লাগানো হয়েছে ফুল গাছ। আরেক পাশে আছে নানা রকম সবজি। ওরা প্রতিদিন বাগানের গাছে পানি দেয়।

দাদিমা এসেছেন ওদের বাগান দেখতে। ওরা ঘুরে ঘুরে দাদিমাকে বাগান দেখায়। বাগান দেখে তিনি খুব খুশি। বললেন, তোমাদের বাগান অনেক সুন্দর। ওরা বলল, তুমিও খুব সুন্দর দাদিমা। আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি।

অনুশীলনী

১. মুখে মুখে উত্তর বলি।

ক. ঐশী ও ওমর কী বারে বাগানে কাজ করে?

খ. বাগানে কী কী গাছ লাগানো হয়েছে?

গ. দাদিমা খুশি হয়েছেন কেন?

ঘ. তুমি তোমার বাগানে কী কী গাছ লাগাবে?

২০২২

২. ঘর থেকে শব্দ নিয়ে ছবির নিচে লিখি

আলু	শসা	পাখি	ফল	জবা	মুলা

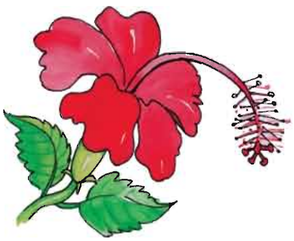

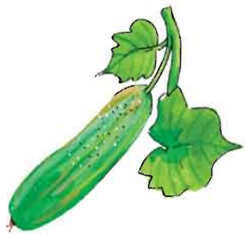

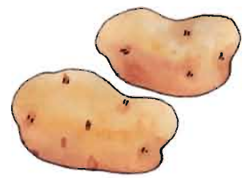

....

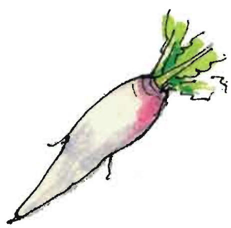

....

৩. যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি।

সপ্তাহ	প্ত	প	ত
প্রতিদিন	....	....	....
সুন্দর	....	....	....
শুক্রবার	....	....	....

২০২২

৪. ছবি দেখি। এলোমেলো বর্ণ থেকে শব্দ তৈরি করি। লিখি ও পড়ি।

ছ	গা

গাছ

গা	ন	বা

....

ব	জি	স

....

মা	দি	দা

....

৫. খালি ঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	প্রতিদিন	খুশি	শুক্রবার

ক. আমি .... দাঁত মাজি।

খ. তার ছবি আঁকা অনেক .... হয়েছে।

গ. আমাকে দেখে নানা ভীষণ .... হয়েছেন।

ঘ. .... স্কুলে ছুটি থাকে।

২০২২

৬. ছবির নিচের বাক্য পড়ি।

জেলে নদীতে মাছ ধরেন।

জালে মাছ ধরা পড়েছে।

৭. ছবি দেখি ও বাক্য লিখি।

....

....

....

....

২০২২

ছবির গল্প
সুন্দরবন

ছবি দেখি ও মুখে মুখে বলি।

অমি খুব খুশি। মা–বাবার সাথে
বেড়াতে এসেছে সুন্দরবনে।

সুন্দরবনে আছে নানা রকম গাছ।

সুন্দরবনে আছে নানা রঙের পাখি।

নদীতে আছে নানা রকম মাছ। আরও
আছে কুমির।

নৌকা ভেসে চলেছে। বনে ছুটে চলেছে হরিণের দল।

এ বনে বানরের সাথে হরিণের খুব ভাব। বানর গাছের কচি পাতা ছিঁড়ে হরিণকে খেতে দেয়।

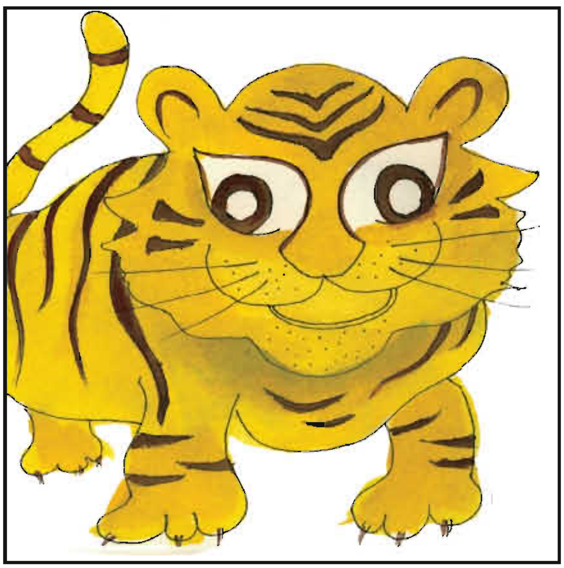

এ বনে আছে বাঘ। সুন্দরবনের বাঘের নাম রয়েল বেঙ্গাল টাইগার।

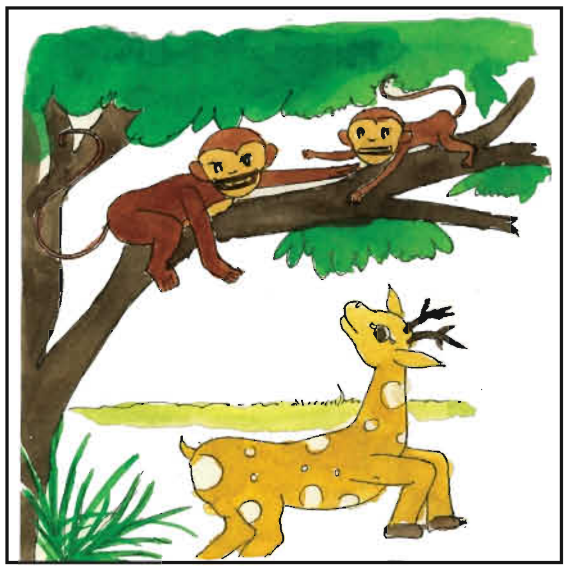

বানর বাঘ দেখলে হরিণকে সাবধান করে দেয়।

২০২২

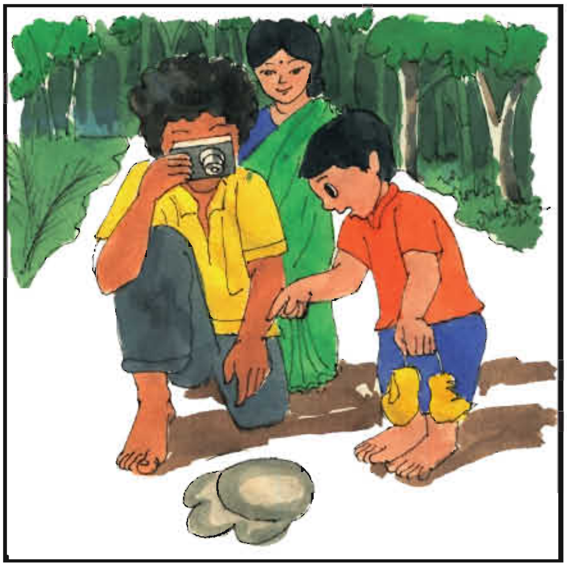

অমির ইচ্ছা করছিল সুন্দরবনের মাটিতে নামতে। মাটিতে নেমে দেখল বাঘের পায়ের ছাপ।

বনে ঢুকে দেখা হলো মৌয়ালদের সাথে। যারা মধুর চাক কাটেন তাদের বলে মৌয়াল।

মৌয়ালরা অমিকে মধু খেতে দিলেন ।

সুন্দরবনের আকাশে বিকাল নেমে এলো। ওরা সুন্দরবনকে বিদায় জানাল।

২০২২

অনুশীলনী

১. ছবিতে হরিণ বানরকে কী বলছে তা ভেবে বলি।

২. ছবিতে বানর হরিণকে কী বলছে তা ভেবে বলি।

২০২২

৩. নিচের ছবি দেখি। ছবি সম্পর্কে একটি করে বাক্য বলি।

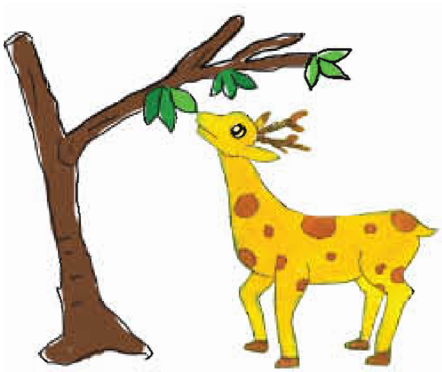

৪. নিচের ছবিটি দেখি। ছবি সম্পর্কে বলি।

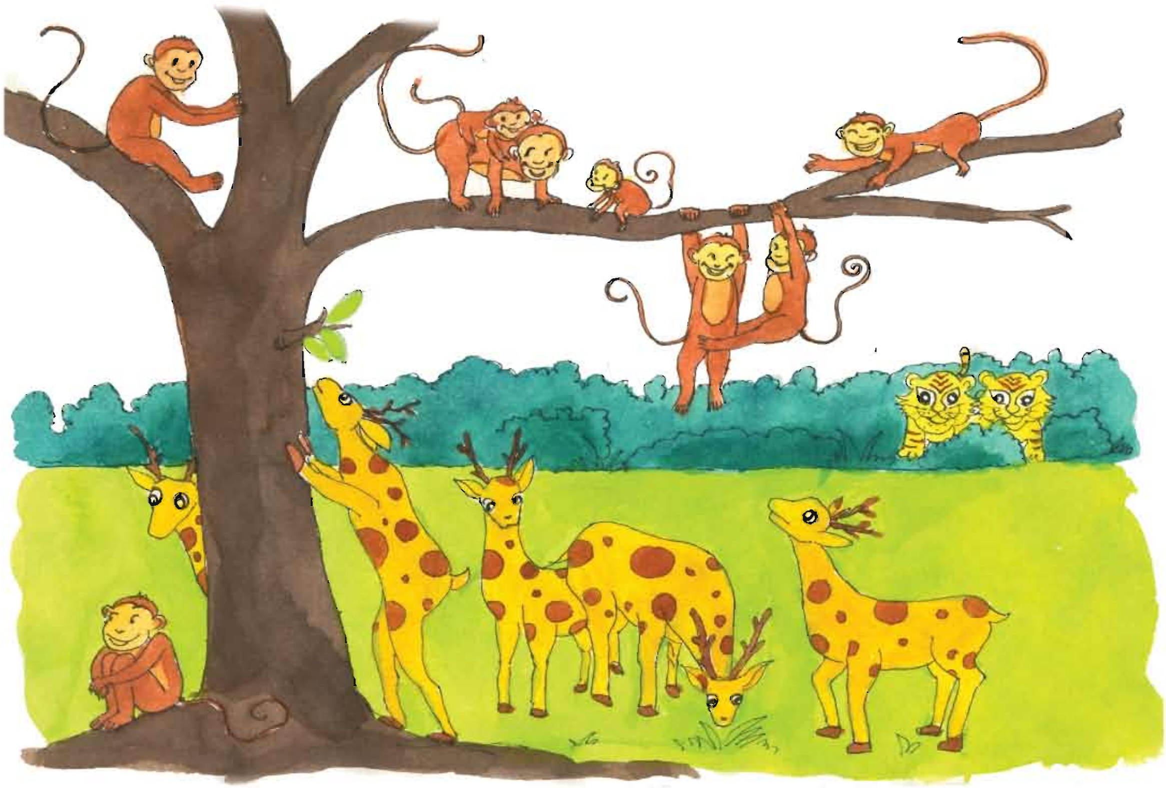

১. ছবিতে কয়টি বানর আছে তা কথায় লিখি।

....

২. ছবিতে কয়টি বাঘ আছে তা কথায় লিখি।

....

৩. ছবিতে কয়টি হরিণ আছে তা কথায় লিখি।

....

৪. ফাঁকা ঘরে নিচের সংখ্যাগুলো কথায় লিখি।

১২	১৫	১৮	২৩	২৫

২০২২

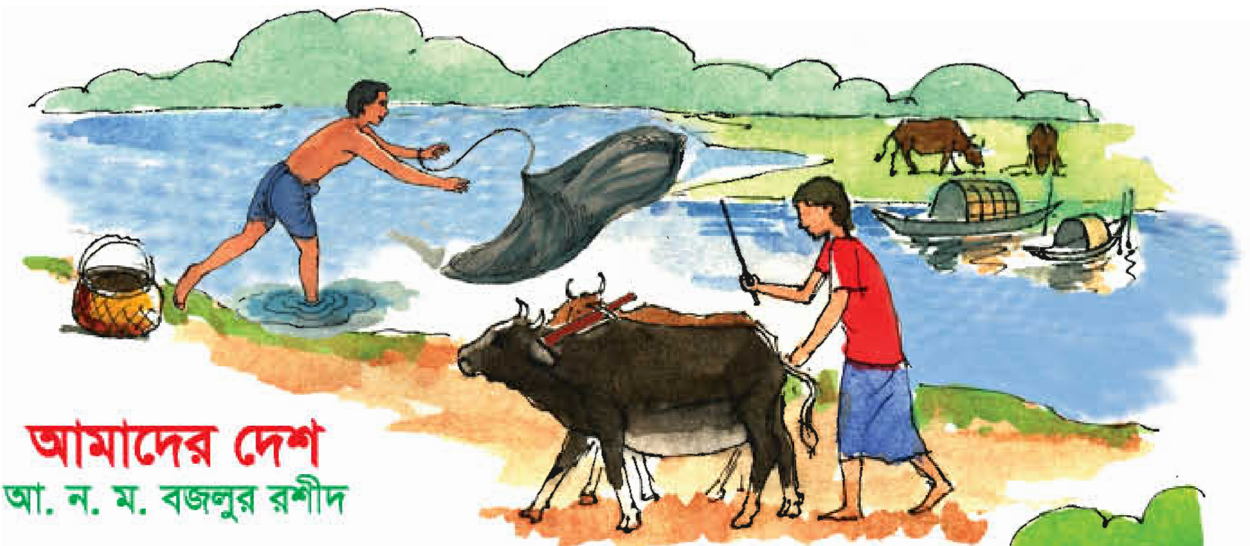

আমাদের দেশ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

আমাদের দেশ তারে কতো ভালোবাসি
সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি,
মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায়
জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।
রাখাল বাজায় বাঁশি কেটে যায় বেলা
চাষা ভাই করে চাষ কাজে নেই হেলা।
সোনার ফসল ফলে খেত ভরা ধান
সকলের মুখে হাসি, গান আর গান।

২০২২

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শেফালি   বেলা   হেলা   চাষা   ফলে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বেলা	শেফালি	হেলা

ক. কোনো কাজকে .... করব না।

খ. সারা ....খেলা করো না।

গ. .... ফুল দিয়ে মালা গাঁথি।

৩. ছবি দেখি। কে কী কাজ করেন বলি ও লিখি।

.... নৌকা চালান।

.... রিকশা চালান।

.... কাপড় তৈরি করেন।

.... মাছ ধরেন।

২০২২

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গরু কোথায় চরে?

খ. রাখাল কী করেন?

গ. চাষা ভাই কী করেন?

ঘ. জেলে ভাই কী করেন?

ঙ. সকলের মুখে হাসি কেন?

৫. ছবি দেখি। ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চাষা ভাই	গরু	রাখাল	খেত ভরা	নদী

................................মাঠে চরে।

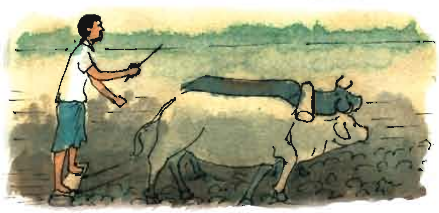

.... চাষ করেন।

.... বয়ে যায়।

.... ধান।

................................বাজায় বাঁশি।

৬. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

২০২২

১. উপহার বাক্সে লেখা দাম পাশের ফাঁকা জায়গায় কথায় লিখি।

.... টাকা

.... টাকা

.... টাকা

.... টাকা

.... টাকা

২. ফাঁকা ঘরে নিচের সংখ্যাগুলো কথায় লিখি।

২৭	২৯	৩২	৪০	৪৭

শীতের সকাল

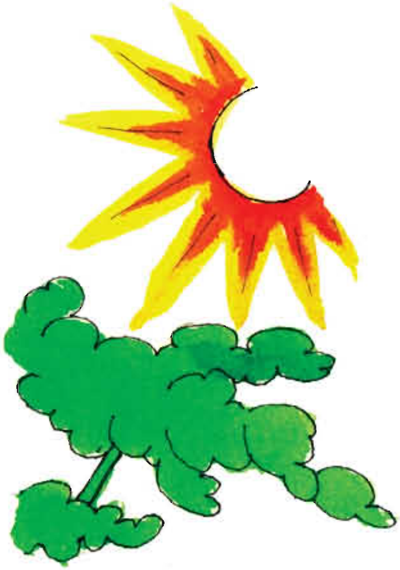

শীতের সকাল। নানা শরিফাকে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন। হাতে খবরের কাগজ। শরিফা বই পড়ছে।

শরিফা : নানা, রোদ মিষ্টি হয় কী করে?

নানা : এটা তুমি কোথায় পেলে বুবু?

শরিফা : আপনার খবরের কাগজে।

নানা : ও এই কথা। এই যে তুমি রোদে বসে পড়ছ। তোমার ভালো লাগছে?

শরিফা : হ্যাঁ, লাগছে।

নানা : এখন যদি ঘরে বসে পড়তে তাহলে কেমন লাগত?

শরিফা : ওহ! ঘরে এখন ভারি ঠান্ডা। খুব শীত করত।

নানা : তা হলেই বোঝ। শীতের সকালে রোদে তোমার আরাম লাগছে। ভালো লাগছে। এই ভালো লাগাটাই মিঠা। মানে মিষ্টি।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক এলো।

মা : শরিফা এসো। নানার জন্য নাশতা নিয়ে যাও। শরিফা নাশতা নিয়ে এলো। নানার জন্য খাবার পানি নিয়ে এলো। হাত মোছার গামছা নিয়ে এলো।

নানা নাশতা খেতে খেতে বললেন, গরম রুটির মজাই আলাদা।

শরিফা : আর কিছু লাগবে নানা?

নানা : আমার ওষুধের কৌটাটা এনে দাও বুবু। শরিফা ঘর থেকে ওষুধের কৌটাটা এনে দিল। গ্লাসে পানি ঢেলে দিল। কৌটা থেকে ওষুধ বের করে নানার হাতে দিল।

নানা : বেঁচে থাকো বুবু।

অনেকগুলো ভালো কাজ করেছ আজ।

শরিফা খুশি হয়ে নানাকে জড়িয়ে ধরল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পোহানো   মিষ্টি   নাশতা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নাশতা	মিষ্টি	পোহান

ক. শীতের সকালে রোদ .... লাগে।

খ. অতিথি এলে .... দেব।

গ. নানা প্রতিদিন সকাল বেলা রোদ .... ।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

পোহাচ্ছেন	চ্ছ	চ	ছ	গুচ্ছ, তুচ্ছ
মিষ্টি	ষ্ট	ষ	ট	কষ্ট, নষ্ট
ঠান্ডা	ন্ড	ন	ড	ঝান্ডা, ডান্ডা
রান্নাঘর	ন্ন	ন	ন	পান্না, কান্না

৪. বাক্য শেষে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার দেখি ও বসাই।

আমি বাড়ি এসেছি।	তুমি কোথায় গিয়েছিলে	☐
তোমার ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন।	নানা বেড়াতে এসেছেন	☐
তোমার কেমন লাগছে?	রোদ মিষ্টি হয় কী করে	☐
বইটি তুমি কোথায় পেলে?	আমার ভালো লাগছে	☐

৫. বাড়িতে ফুফু এসেছেন। কোন কাজ কখন করব তা সাজিয়ে খাতায় লিখি।

ক) নাশতা খেতে অনুরোধ করব।

খ) ফুফুকে বসতে বলব।

গ) সালাম জানাব।

ঘ) তার সামনে নাশতা সাজিয়ে দেব।

ঙ) ফুফুকে ঘরের ভিতরে আসতে অনুরোধ করব।

৬. ছবি দেখি। কথোপকথন তৈরি করি।

নাজমা : এই বিকালে তুমি পড়ছ কেন? চলো খেলি।

হাসান : ঠিক বলেছ, এখন খেলার সময়।

নাজমা : ....

হাসান : ....

নাজমা : ....

আমি হব

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হব সকাল বেলার পাখি।
সবার আগে কুসুমবাগে
উঠব আমি ডাকি।
সূয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
হয়নি সকাল, ঘুমো এখন,
মা বলবেন রেগে!
বলব আমি, আলসে মেয়ে!
ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি
সকাল হবে নাকো!
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে ?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা
রাত পোহাবে তবে!

(সংক্ষেপিত)

২০২২

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুসুম   বাগ   সূর্যি   সূর্যি মামা   আলসে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সূর্যি	বাগে	সূর্যি মামা	কুসুম	আলসে

ক. .... জাগার আগে আমি জেগে উঠব।

খ. .... পুব দিকে ওঠে।

গ. আমার বোনটি .... নয়।

ঘ. বনে .... ফোটে।

ঙ. গোলাপ .... গোলাপ ফুটেছে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

সূর্য্যি   য্য   য   ্য (য–ফলা)   শয্যা

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সকাল	বিকাল	ঘুমিয়ে	জেগে	রাত	দিন	আগে	পরে

ক. আমি প্রতিদিন .... নয়টায় স্কুলে যাই।

খ. রাত পোহালে আমি .... উঠি।

গ. .... হলে আকাশে অনেক তারা দেখা যায়।

ঘ. আমি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার .... দাঁত পরিষ্কার করি।

৫. নিচের উদাহরণ দেখি। উদাহরণের মতো করে শব্দ তৈরি করি ও বাক্য পড়ি।

জাগা	জেগে ওঠা	আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠি।
রাগা	....	সে হঠাৎ রেগে উঠল।
ডাকা	....	শিয়াল রাতে ডেকে ওঠে।
হাসা	....	আমার কথা শুনে মা হেসে উঠলেন।
ভাসা	....	পুকুরে মাছগুলো ভেসে উঠল।

৬. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. .... মামা জাগার আগে
উঠব আমি ....।

খ. আমরা যদি না .... মা
কেমনে .... হবে?

চাঁদ	সূয্যি
জেগে	রেগে
জাগি	ডাকি
সকাল	রাত

৭. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কে সকাল বেলার পাখি হতে চায়?

খ. মা রাগ করে কী বলবেন?

গ. খোকা মাকে আলসে মেয়ে বলছে কেন?

ঘ. আমি কখন ঘুম থেকে উঠি?

৮. কবিতাটি দেখে দেখে লিখি।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১০. আমার জানা অন্য একটি কবিতা আবৃত্তি করি।

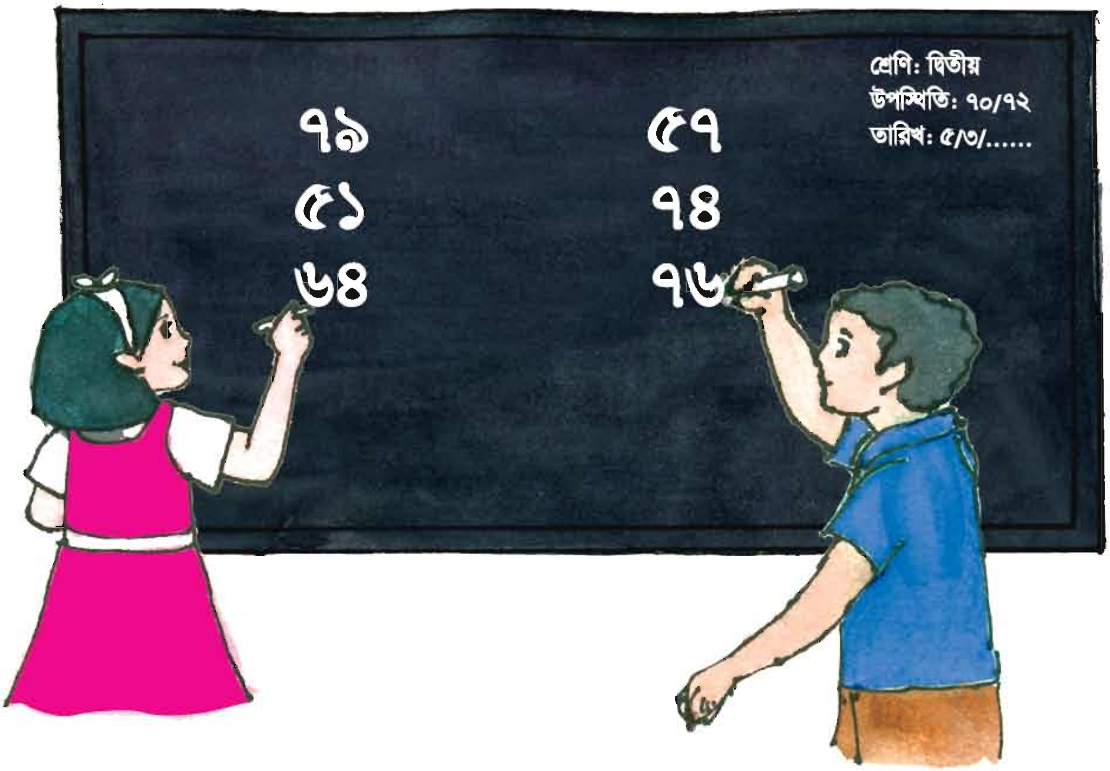

১. বোর্ডে লেখা সংখ্যাগুলো নিচে ফাঁকা জায়গায় কথায় লিখি।

....

....

....

২. ফাঁকা ঘরে নিচের সংখ্যাগুলো কথায় লিখি।

৫৫	৫৯	৬১	৬৮	৭২

২০২২

জলপরি ও কাঠুরে

এক বনে বাস করত এক গরিব কাঠুরে। কাঠ বেচে তার সংসার চলত।

একদিন কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ কুড়ালটি পড়ে গেল নদীতে। নদীতে ছিল অনেক স্রোত ও কুমিরের ভয়। ভয়ে সে নদীতে নামতে পারল না। কুড়াল কেনার টাকাও ছিল না। তাই মনের দুঃখে সে কাঁদতে লাগল।

এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ নদী থেকে উঠে এলো এক জলপরি। সে কাঠুরেকে বলল, তুমি কাঁদছ কেন? কাঠুরে বলল, আমার কুড়ালটি নদীতে পড়ে গেছে। জলপরি বলল, তুমি কেঁদো না, আমি দেখছি।

জলপরি নদীতে ডুব দিল। একটু পরে উঠে এলো। হাতে একটা সোনার কুড়াল। বলল, এটা কি তোমার কুড়াল? কাঠুরে ভালো করে দেখে বলল, না। এটা আমার না।

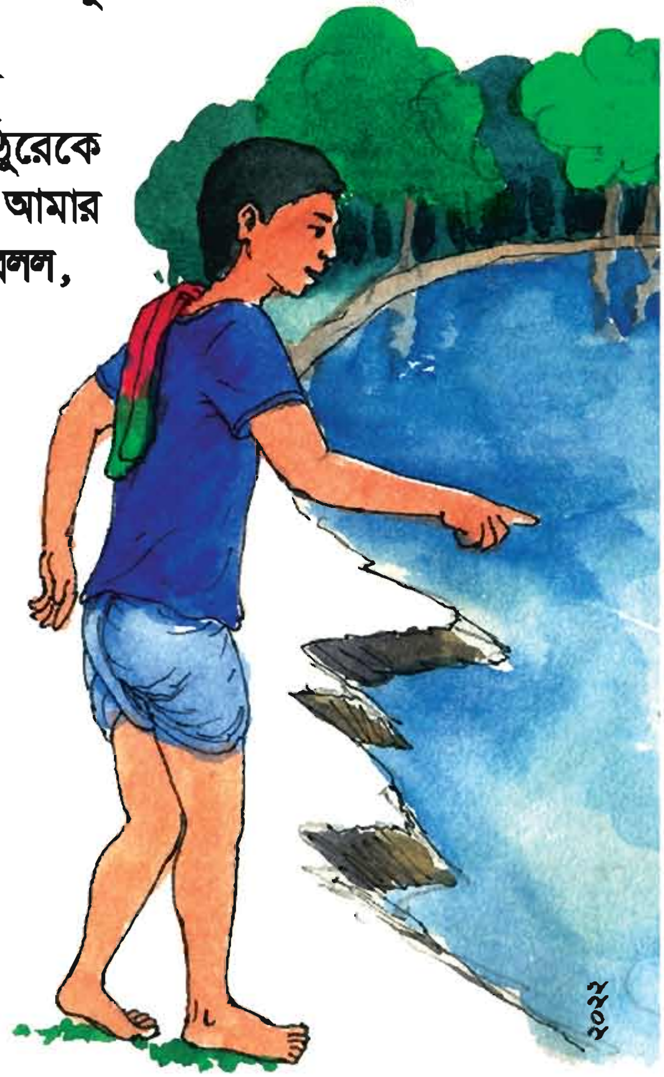

২০২২

জলপরি আবার পানিতে ডুব দিল। নিয়ে এলো রুপার কুড়াল। বলল, এটা কি তোমার? কাঠুরে দেখে বলল, এটাও আমার না। জলপরি আবার ডুব দিল। এবার লোহার কুড়াল নিয়ে এলো। কাঠুরেকে বলল, এটা কি তোমার? কাঠুরে হেসে বলল, হ্যাঁ। এটাই আমার কুড়াল। কাঠুরের সততা দেখে জলপরি খুশি হলো। সে তাকে লোহার কুড়ালটা দিল। আর উপহার হিসেবে দিল সোনা ও রুপার কুড়াল। তারপর সে পানিতে মিলিয়ে গেল। সোনা ও রুপার কুড়াল বেচে কাঠুরে অনেক টাকা পেল। তার দিন কাটতে লাগল সুখে।

এ ঘটনা শুনে এক লোভী কাঠুরে এলো নদীর ধারে। কাঠ কাটতে লাগল। ইচ্ছে করেই কুড়ালটি ফেলে দিল নদীতে। তারপর মিছামিছি কাঁদতে লাগল।

এবারও উঠে এলো জলপরি। সব শুনে নিয়ে এলো সোনার কুড়াল। বলল, এটা কি তোমার? কাঠুরে বলল, হ্যাঁ এটাই আমার কুড়াল। শুনে জলপরি খুব রাগ হলো। টুপ করে নদীতে ডুব দিল। আর এলো না।

সন্ধ্যা নামল। লোভী কাঠুরে অনেকক্ষণ বসে থাকল। মনের দুঃখে বলল, লোভ করে নিজের কুড়ালটাও হারালাম।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কাঠুরে   কুড়াল   স্রোত   দুঃখ   কিছুক্ষণ   সততা   লোভী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

স্রোত	কুড়াল	লোভী	দুঃখ	সততার	কাঠুরে

ক. লোকটা .... পেয়ে কাঁদতে লাগল।

খ. .... কাঠুরে নিজের কুড়াল ফিরে পেল না।

গ. নদীতে খুব .... ছিল।

ঘ. .... কাঠ কাটতে বনে গেল।

ঙ. সে .... দিয়ে কাঠ কাটছিল।

চ. কাঠুরে .... জন্য পুরস্কার পেয়েছে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

স্রোত	স্র	স	্র	(র-ফলা)	অজস্র, সহস্র
কিছুক্ষণ	ক্ষ	ক	ষ		কক্ষ, শিক্ষা
সন্ধ্যা	ন্ধ	ন	ধ		গন্ধ, বন্ধ

৪. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গরিব   নদী   কুড়াল   কিছুক্ষণ

২০২২

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাঠুরে কোথায় কাঠ কাটতে গিয়েছিল?
খ. কাঠুরে কাঁদতে লাগল কেন?
গ. জলপরি প্রথমে কোন কুড়াল আনল?
ঘ. জলপরি কাঠুরের উপর খুশি হলো কেন?
ঙ. লোভী কাঠুরের উপর জলপরি খুব রাগ হলো কেন?
চ. লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কিনতে	বেচতে	দুঃখে	সুখে	কাঁদতে	হাসতে	হ্যাঁ	না

ক. কাঠুরে উপহার পেয়ে .... দিন কাটাতে লাগল।

খ. কাঠুরে খুব গরিব তাই কুড়াল .... পারল না।

গ. লোভী কাঠুরে মিছামিছি .... লাগল।

ঘ. লোভী কাঠুরে সোনার কুড়াল দেখে .... বলল।

৭. ছবি দেখি। গল্প বলি ও লিখি।

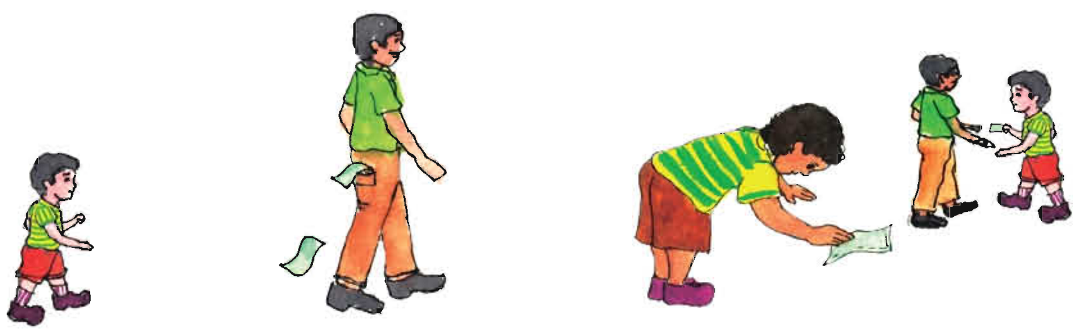

....

....

নানা রঙের ফুলফল

আমাদের দেশ ফুলের দেশ, ফলের দেশ। নানা রঙের ও নানা রকমের ফুলফল দেখা যায় সারা বছর জুড়ে।

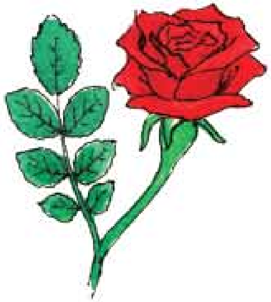

গোলাপ ফোটে সারা বছর। লাল, সাদা, গোলাপি বিভিন্ন রঙের। গোলাপের সুগন্ধ আছে।

লাল রং নিয়ে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু সুবাস নেই।

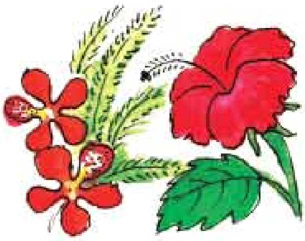

বেলি, রজনীগন্ধা, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, দোলনচাঁপা ও শিউলিও ফোটে অনেক। এগুলোর মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে দেয়। এসব ফুলের রং সাদা। টগর ও কাশফুলও সাদা।

সূর্যমুখী ও গাঁদাফুলের রং হলুদ। জবা ও কলাবতী ফুল নানা রঙের হয়। কদম ফুল দেখতে খুব সুন্দর। সবুজ পাতার ভিতর ছোট ছোট নরম বলের মতো। দোলনচাঁপার চারটি সাদা পাপড়ি–ঠিক যেন একটি প্রজাপতি।

বিলে ঝিলে ফোটে শত শত শাপলা। সাদা, লাল ও অন্য রঙের। সব ফুলই দেখতে খুব সুন্দর।

এদেশে ফলে হরেক রকমের ফল। বেশি হয় কলা, কাঁঠাল, আর আনারস। আম, জাম, পেয়ারা, পেঁপে, বাঙ্গি, তরমুজ, লিচুও প্রচুর ফলে। আরও হয় ডাব, ডালিম, বাতাবি লেবু, জামরুল, তাল, কমলা।

কাঁচা আম, পেঁপে, পেয়ারা, বাঙ্গি সবুজ রঙের। পাকার পরে এগুলোর রং হয় হলুদ বা সোনালি।

পাকা বাতাবি লেবুর ভিতরটা হালকা গোলাপি রঙের। পাকা ডালিমের ছোট ছোট দানা টুকটুকে লাল। তরমুজের ভিতরটাও খুব লাল।

জামরুলের রং সাদা। তবে অন্য রঙেরও হয়। পাকা কমলার খোসা ও কোষ উভয়ই কমলা রঙের হয়। আমাদের ফলগুলো দেখতে সুন্দর। খেতেও মজার।

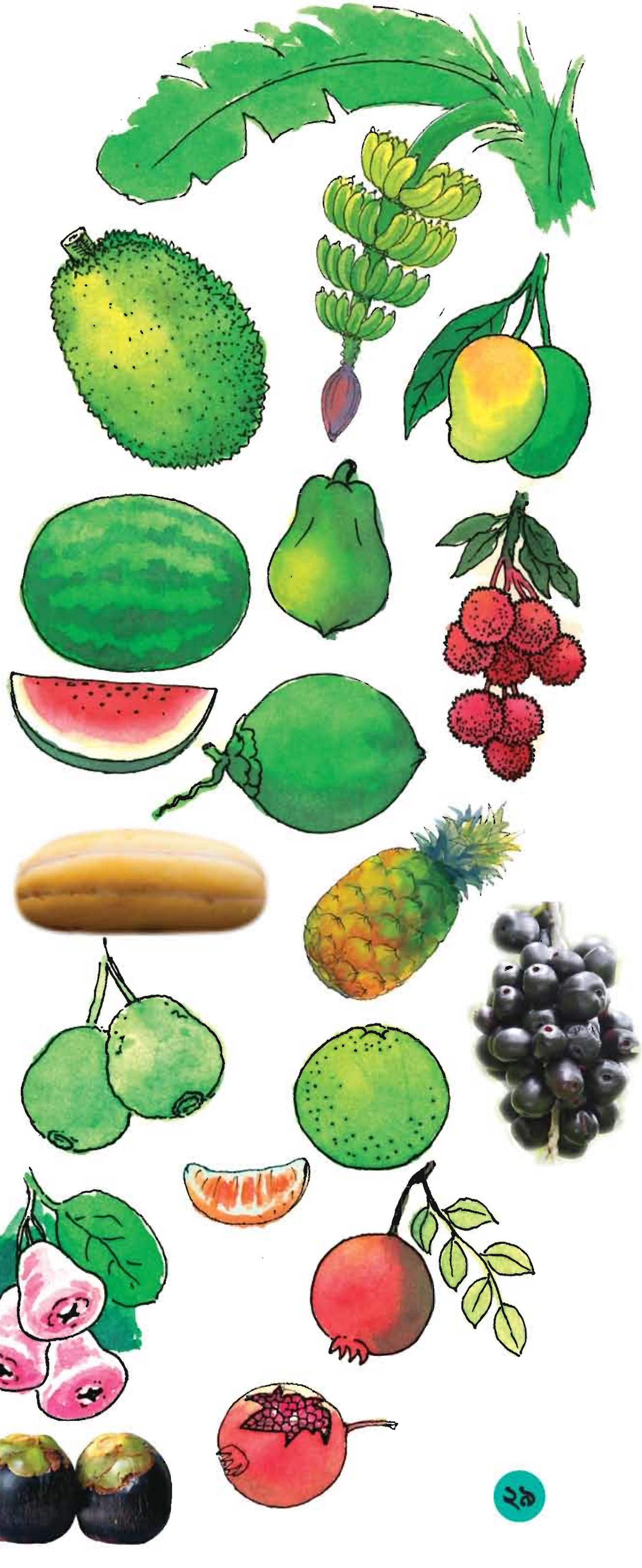

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কোষ   দানা   খোসা   সুগন্ধ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দানা	খোসা	কোষ

ক. কাঁঠালের রসভরা .... খেতে কী যে মজা।

খ. ডালিমের .... টুকটুকে লাল।

গ. .... ছাড়িয়ে কলা খাও।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

কৃষ্ণচূড়া	ষ্ণ	ষ	ণ	উষ্ণ, তৃষ্ণা
কিন্তু	ন্ত	ন	ত	অন্ত, শান্ত
বাজ্ঞা	জ্ঞা	ঙ	গ	সজ্ঞী, বজ্ঞা

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কী কী ফুল লাল রঙের হয়?

খ. সুগন্ধি ফুল কী কী?

গ. কোন কোন ফুলে গন্ধ নেই?

ঘ. কাঁচা থাকতে কোন কোন ফল সবুজ রঙের হয়?

ঙ. কোন কোন ফলের ভিতরটা লাল রঙের?

২০২২

৫. নিচের ছকে কোনটি কী রঙের ফুল তা লিখি।

জবা সূর্যমুখী কৃষ্ণচূড়া শিমুল হাসনাহেনা পলাশ কাশ
গন্ধরাজ শাপলা কামিনী দোলনচাঁপা শিউলি টগর গাঁদা

সাদা	লাল	হলুদ	গোলাপি

৬. নিচে দুইটি ফুল ও ফলের ছবি আছে। যেকোনো একটি বিষয়ে তিনটি বাক্য লিখি। বাক্যগুলো সবাইকে পড়ে শোনাই।

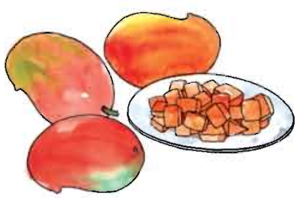

....

....

....

৭. আমার সবচেয়ে ভালো লাগে............ ফুল। কেন ভালো লাগে তা সবাইকে বলি ও লিখি।

আমাদের ছোট নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক।

তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

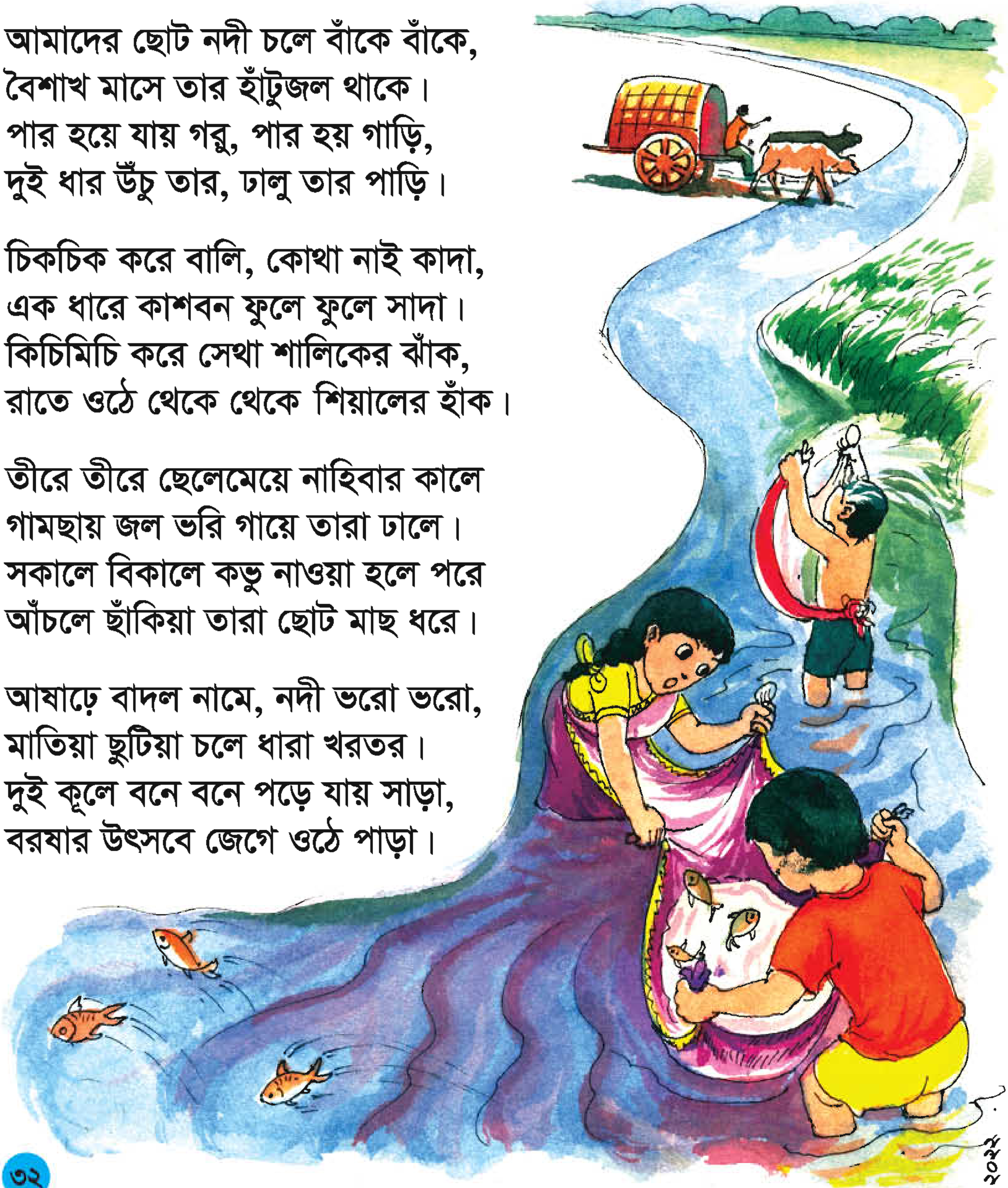

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পাড়ি ঢালু হাঁক বাদলধারা খরতর সাড়া উৎসব নাওয়া বাঁকে বাঁকে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ধারে	চিকচিক	উৎসবে	ঝাঁক	নাওয়া	হাঁটুজলে	কূলে

ক. ছেলেমেয়েরা .... মাছ ধরছে।

খ. নববর্ষে সারা দেশ .... মেতে ওঠে।

গ. নদীর ....নৌকা বাঁধা রয়েছে।

ঘ. এক .... পাখি উড়ে গেল।

ঙ. আমার এখনও .... খাওয়া হয় নি।

চ. রোদে বালি .... করে।

ছ. নদীর .... সাদা কাশবন দেখা যায়।

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাঁকে বাঁকে কী বয়ে চলে?

খ. বৈশাখ মাসে ছোট নদীর পানি কতোটুকু থাকে?

গ. নদীর দুই ধার দেখতে কেমন?

ঘ. রাতে কী শোনা যায়?

ঙ. নদীতে কীভাবে ছেলেমেয়েরা মাছ ধরে?

চ. কখন নদী পানিতে ভরে যায়?

৪. রেখা টেনে মিল করি।

এঁকে বেঁকে চলে

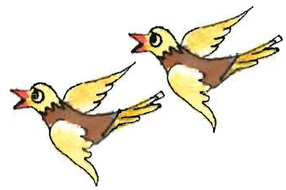

বৈশাখ মাসে নদীতে থাকে

নদীর ধারে চিকচিক করে

ফুলে ফুলে সাদা দেখা যায়

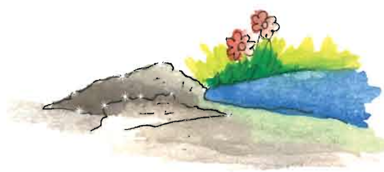

কিচিরমিচির করে ডাকে

৫. জোড় শব্দ পড়ি। ছন্দ মিলাই ও লিখি।

বাঁকে বাঁকে	ফাঁকে ফাঁকে
ফুলে ফুলে	....
তীরে তীরে	....
ভরো ভরো	....
বনে বনে	....

২০২২

৬. নদীর ছবিটি দেখে দুইটি বাক্য লিখি।

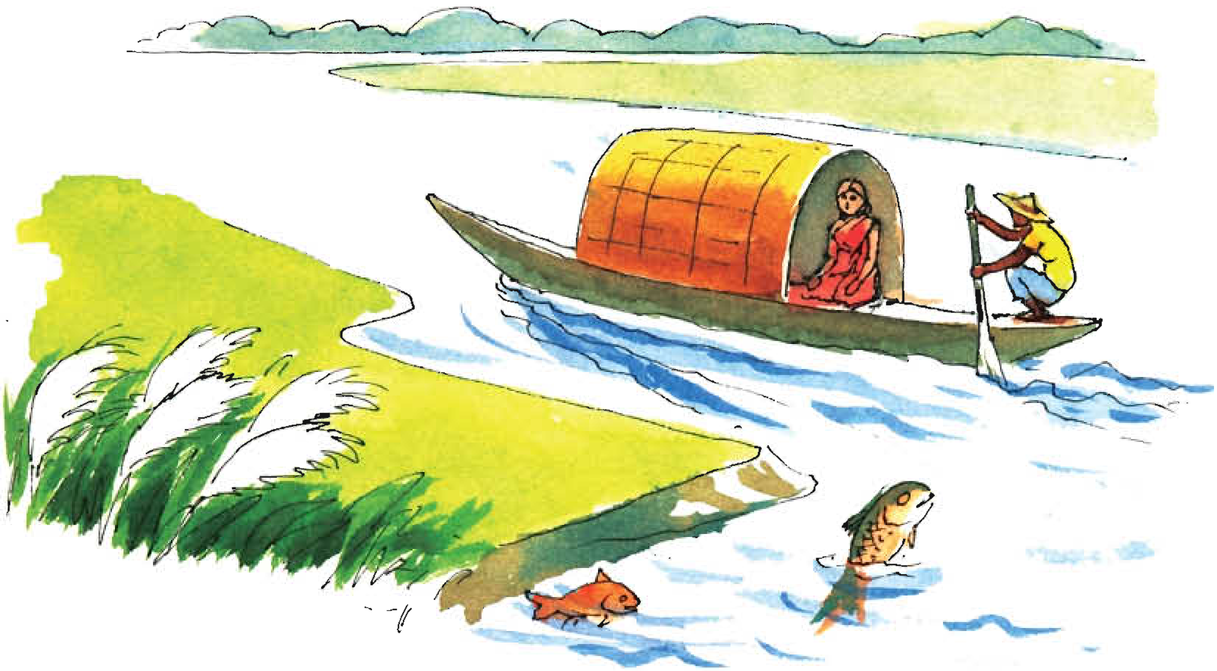

....

....

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও খাতায় লিখি।

২০২২

দাদির হাতের মজার পিঠা

বাংলাদেশে শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এ সময় ঘরে ঘরে ওঠে নতুন ধান। ঢেঁকিতে ধান ভানা হয়। ধান ভানার পর সেই চাল গুঁড়ো করা হয়। তা দিয়ে তৈরি হয় নানা ধরনের পিঠা। নানা ধরনের অনুষ্ঠানে পিঠা খাওয়া হয়।

এসব পিঠার সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যেমন: খেজুর পিঠা, চুষি পিঠা, বিবিখানা পিঠা, চিতই পিঠা, ছিট পিঠা, সেমাই পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধচিতই পিঠা, পাটিসাপটা, পুলি, নারকেল পিঠা। এমনি নানা নামের পিঠা। শীতকালে গরম গরম পিঠার মজাই আলাদা।

২০২২

শীতের ছুটিতে তুলি আর তপু যায় নিজেদের গ্রামের বাড়ি। ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে দাদি পিঠা তৈরি করছেন।

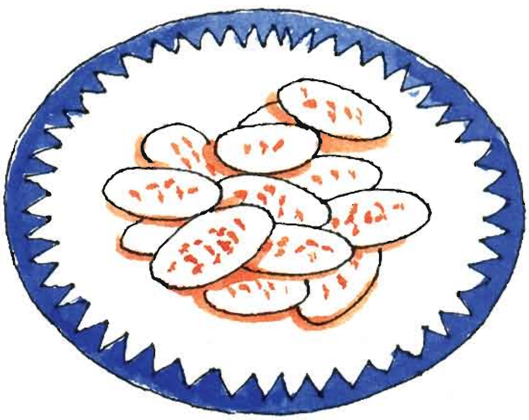

তুলি : দাদিমা, এটা কী পিঠা?

দাদি : এটাকে বলে ভাপা পিঠা।

তপু : ভাপা পিঠা বানাতে কী কী লাগে?

দাদি : চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড় আর কোরা নারকেল।

এরই মধ্যে দাদি পিঠা বানানোর ছাঁচে চালের গুঁড়ো নিলেন। তার ভিতরে দিলেন গুড় আর কোরা নারকেল। উনুনে পানির হাঁড়ির উপর সেই ছাঁচ রাখলেন। ভাপে সিদ্ধ হলো পিঠা। এর মধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন তাদের ফুফু আর ফুফাতো ভাইবোন। ভাইটির নাম অনু। বোনটির নাম পলা।

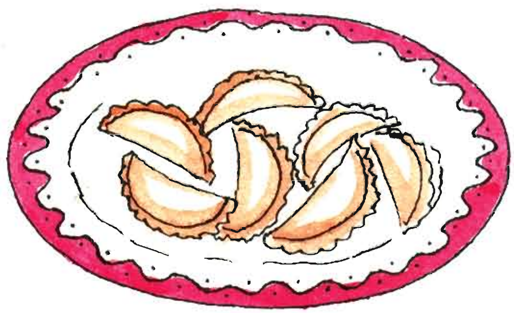

তুলি : অনু, তুমি কোন শ্রেণিতে পড়?

অনু : দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

তপু : পলা তুমি কোন শ্রেণিতে পড়?

পলা : প্রথম শ্রেণিতে।

সাতদিন বাড়িতে থাকল তারা। কতো রকম মজাদার পিঠাই যে খেল। বাংলাদেশ পিঠাপুলির দেশ। একেক অঞ্চল একেক রকম পিঠার জন্য বিখ্যাত।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ধুম ভানা অনুষ্ঠান সুন্দর উনুন ভাপ সিদ্ধ মজাদার অঞ্চল বিখ্যাত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

উনুনে	অনুষ্ঠানে	ভাপ	সিদ্ধ	বিখ্যাত	সুন্দর	মজাদার

ক. .... দিয়ে তৈরি হয় ভাপা পিঠা।

খ. গোলাপ দেখতে .... ।

গ. অতিথির জন্য .... খাবার রান্না হচ্ছে।

ঘ. আমরা গানের .... যাই।

ঙ. আমরা .... ডিম খাই।

চ. .... ভাত বসাও।

ছ. টাঙ্গাইলের চমচম .... ।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

অনুষ্ঠান	ষ্ঠ	ষ	ঠ		কাষ্ঠ, পৃষ্ঠা
বর্ষা	র্ষ	´	ষ		বর্ষ, হর্ষ
রাত্র	ত্র	ত	্র	(র–ফলা)	পাত্র, ছাত্র
বাষ্প	ষ্প	ষ	প		পুষ্প, নিষ্পাপ
সিদ্ধ	দ্ধ	দ	ধ		বিদ্ধ, শুদ্ধ
উপস্থিত	স্থ	স	থ		সুস্থ, আস্থা
অঞ্চল	ঞ্চ	ঞ	চ		চঞ্চল, পঞ্চাশ
বিখ্যাত	খ্য	খ	্য	(য–ফলা)	খ্যাপা, ব্যাখ্যা

২০২২

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে কখন?

খ. চাল গুঁড়ো করা হয় কেন?

গ. ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে কী পিঠা বলে?

ঘ. ভাপা পিঠা বানাতে কী কী লাগে?

৫. ছবির নিচে পিঠার নাম লিখি ও পিঠা সম্পর্কে বলি।

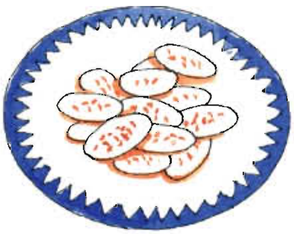

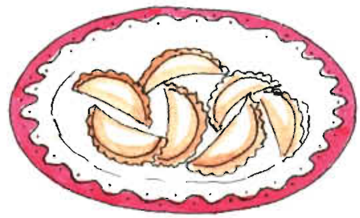

....

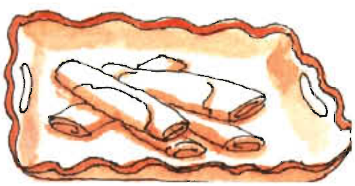

....

৬. আমার প্রিয় পিঠা সম্পর্কে দুইটি বাক্য লিখি।

....

....

২০২২

ট্রেন

শামসুর রাহমান

ঝক ঝকাঝক ট্রেন চলেছে
রাত দুপুরে অই।
ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই?
একটু জিরোয়, ফের ছুটে যায়
মাঠ পেরুলেই বন।
পুলের উপর বাজনা বাজে
ঝনঝনা ঝনঝন।
দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে
নেইকো ঘোরার শেষ।
ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি,
দিন কেটে যায় বেশ।
থামবে হঠাৎ মজার গাড়ি
একটু কেশে খক।
আমায় নিয়ে ছুটবে আবার
ঝক ঝকাঝক ঝক।

২০২২

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঝক ঝকাঝক   রাত দুপুরে   জিরোয়   ফের   পেরুলেই   বাজনা   বেশ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

রাত দুপুরে	ঝক ঝকাঝক	জিরোয়	বাজনা	ফের	পেরুলেই	বেশ

ক. এখানে আমি ....আছি।

খ. .... শিয়াল ডাকে।

গ. মাঠ .... নদী দেখা যায়।

ঘ. কাজ শেষে তারা ....।

ঙ. এখানে আমি .... আসব।

চ. .... শব্দ করে ট্রেন চলে।

ছ. বিয়ে বাড়িতে .... বাজে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

ট্রেন   ট্র   ট   ্র (র-ফলা)   ট্রাক, ট্রাম

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

রাত	দিন	দেশ	বিদেশ	ছোটা	থামা

ক. আমরা সারা .... অনেক মজা করলাম।

খ. .... থেকে মামা এসেছেন।

গ. সামনে এগিয়ে যেতে হলে .... যাবে না।

২০২২

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. মাঠ পার হলেই .... ।

খ. পুলের উপর .... বাজে।

গ. মজার গাড়ি .... থামবে।

ঘ. ট্রেন .... ঘুরে বেড়ায়।

বন	নদী
বাজনা	বাঁশি
অনেক পরে	হঠাৎ করে
গ্রামে গ্রামে	দেশ বিদেশে

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ট্রেন চলার সময় কেমন শব্দ করে?

খ. মাঠ পেরুলেই কী দেখা যায়?

গ. পুলের উপর ট্রেন কেমন শব্দ করে?

ঘ. ট্রেন কোথায় ঘুরে বেড়ায়?

ঙ. ইচ্ছে হলে ট্রেন কী করে?

চ. ট্রেন কেমন শব্দ করে থামে?

৭. মিল খুঁজে বের করি ও দাগ টেনে মিলাই।

অই	বেশ
শেষ	কই
বন	ঝক
খক	ঝন

(অই → কই)

২০২২

৮. ছড়া : আমার ট্রেন

আমার ট্রেন চলে ভালো
....

আমার ট্রেন আঁকাবাঁকা
....

আমার ট্রেন ....

আমার ট্রেন ....

আমার ট্রেন ....

আমার ট্রেন ....

আমার ট্রেন ....

এই আমার ট্রেন।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

২০২২

দুখুর ছেলেবেলা

গ্রামের নাম চুরুলিয়া। পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলা করে এক কিশোর ছেলে। নাম তার দুখু। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখ দুটো বড় বড়। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। বনে–বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। তাল পুকুরের টলটলে পানিতে সাঁতার কাটে।

চুরুলিয়া গ্রাম গাছপালায় ঘেরা। গাছে গাছে পাখি ডাকে। পাখির ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙে। দুখু ভাবে, আমি যদি সকাল বেলার পাখি হতাম।

সবুজ গ্রামে গরমের সময় নানা রকম ফল পাকে। সবুজ পাতার মধ্যে ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা। গাছের শাখায় শাখায় তরতর করে ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালি। পেয়ারা খায়। দুখু ভাবে, যদি কাঠবিড়ালি হতাম।

দুখুদের বাড়ির পাশে রয়েছে একটি মসজিদ। মসজিদের পাশেই আছে মকতব। সেই মকতবে দুখু লেখাপড়া করে। মুখে মুখে ছড়া বানায়। অন্যকে শোনায়।

দুখুর গানের গলাও ছিল সুরেলা। মুখে মুখে গান বেঁধে গাইত। সকলে গান শুনে মুগ্ধ হতো।

কে এই দুখু? তিনি বাংলার নামকরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ছোটদের জন্য তিনি অনেক লিখেছেন। লিখেছেন দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা। তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

২০২২

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঝাঁকড়া বাদাড় তালপুকুর টলটলে মকতব ডাঁশা তরতর সুরেলা মুগ্ধ জাতীয়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাদাড়ে	ডাঁশা	টলটলে	সুরেলা	মুগ্ধ	মকতব	ঝাঁকড়া	জাতীয়

ক. তাল পুকুরের পানি ....।

খ. বনে .... সাপ থাকে।

গ. নজরুলের মাথায় ছিল .... চুল।

ঘ. দুখুদের গ্রামে একটা .... ছিল।

ঙ. .... পেয়ারা খেতে খুব মজা।

চ. শাপলা আমাদের .... ফুল।

ছ. দুখু মিয়ার গান শুনে সবাই .... হতো।

জ. একটা .... আওয়াজ শুনলাম।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

গ্রাম	গ্র	গ	্র (র-ফলা)		অগ্র, গ্রহ
মুগ্ধ	গ্ধ	গ	ধ		দুগ্ধ, দগ্ধ

২০২২

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দুখুর আসল নাম কী?

খ. দুখু দেখতে কেমন ছিল?

গ. সকালে কিসের ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙে?

ঘ. দুখু দলবল নিয়ে কী করে?

ঙ. কাঠবিড়ালিকে দেখে দুখুর কী ইচ্ছে হয়?

চ. আমাদের জাতীয় কবির নাম কী?

৫. জোড় শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্য তৈরি করি।

ডাঁশা ডাঁশা	....
শাখায় শাখায়	....
থোকা থোকা	....
তরতর	....

৬. আমাদের জাতীয় কবি সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

প্রার্থনা

সুফিয়া কামাল

তুলি দুই হাত করি মুনাজাত
হে রহিম রহমান
কতো সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছ দান,
গাছে ফুল ফল
নদী ভরা জল
পাখির কণ্ঠে গান
সকলি তোমার দান।
মাতা, পিতা, ভাই
বোন ও স্বজন
সব মানুষেরা
সবাই আপন
কতো মমতায়
মধুর করিয়া
ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।
তাই যেন মোরা
তোমারে না ভুলি
সরল সহজ
সৎ পথে চলি
কতো ভালো তুমি,
কতো ভালোবাস
গেয়ে যাই এই গান।

২০২২

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রার্থনা রহিম রহমান ধরণী মোদের কণ্ঠ স্বজন মমতা
মধুর সৎপথ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

রহিম	ধরণী	প্রার্থনা	রহমান	মোদের	সৎ পথে	কণ্ঠে	মমতার	মধুর

ক. স্রষ্টার এক নাম ....।

খ. আমাদের .... ফুলেফলে ভরা।

গ. ....গরব মোদের আশা আ–মরি বাংলা ভাষা।

ঘ. আমাদের উচিত .... চলা।

ঙ. তিনি সুরেলা .... গান গাইছেন।

চ. মায়ের .... তুলনা হয় না।

ছ. স্রষ্টার আরেক নাম ....।

জ. কোকিল .... সুরে গান গায়।

ঝ. তিনি ভোরে উঠে .... করেন।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

কণ্ঠ	ণ্ঠ	ণ	ঠ	কুণ্ঠিত, গুণ্ঠন
স্বজন	স্ব	স	ব	স্বাধীন, স্বাদ

২০২২

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সুন্দর ধরণী কে দান করেছেন?

খ. আমাদের কাছে কারা আপন?

গ. আমরা কেমন পথে চলতে চাই?

ঘ. কবিতায় কবি কাকে না ভুলে যাওয়ার কথা বলেছেন এবং কেন?

৫. পরের চরণ বলি ও লিখি।

কতো সুন্দর করিয়া ধরণী

....

তাই যেন মোরা

....

৬. রেখা টেনে মিল করি।

বাবা	বোন
চাচা	দাদি
ভাই	নানি
দাদা	মামি
নানা	চাচি
মামা	খালা
ফুফা	মা
খালু	ফুফু

২০২২

১. কে কতো রান করেছে তা পাশে ফাঁকা জায়গায় কথায় লিখি।

নাম	রান সংখ্যা
অমি	৮৭
আলো	৭৩
ইমন	৮৯
ঋতু	৭৬
ওমর	১০০
ঔছন	৯২

....রান

....রান

....রান

....রান

....রান

....রান

২. ফাঁকা ঘরে নিচের সংখ্যাগুলো কথায় লিখি।

৭৭	৭৯	৮৫	৯০	৯৩

খামার বাড়ির পশুপাখি

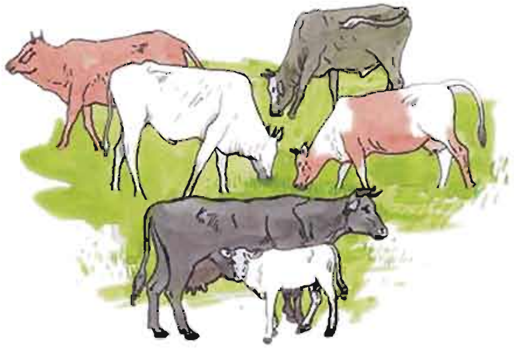

গ্রামের নাম সোনাইমুড়ি। গ্রামে নানা পেশার মানুষের বাস। গ্রামের পাশেই তিতাস নদী। সেই নদীর পাড়ে গনি মিয়ার খামার। খামারে আছে অনেক গরু ও বাছুর। দিনের বেলা গরুগুলো মাঠে চরে। ঘাস খায়। বাছুরগুলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। মাঝে মাঝে গাভী হাম্বা হাম্বা ডাকে। ডাক শুনে বাছুর ছুটে যায় মায়ের কাছে। খামারের গরুগুলো খইল আর ভুসি খায়।

গনি মিয়া শখ করে কবুতর পোষেন। কবুতরগুলো বাক বাকুম বাক বাকুম করে ডাকে। গনি মিয়ার মেয়ে রিতা। রিতা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। সে কবুতরগুলোকে খুব ভালোবাসে। গম ও মটর খেতে দেয়। কবুতরগুলো ইচ্ছে মতো উড়াউড়ি করে।

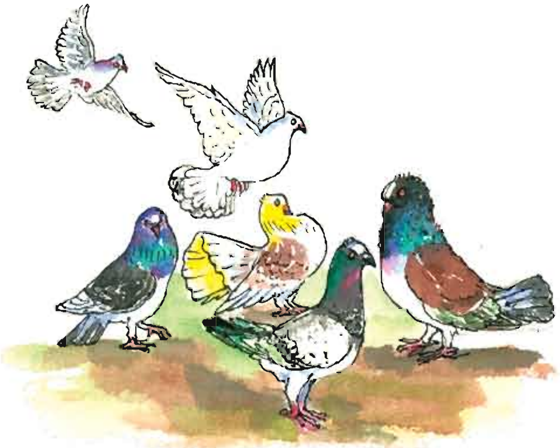

পাশেই পরান বাবুর ছাগলের খামার। খামারে আছে অনেক ছাগল ও ছাগলছানা। সেগুলোর কোনোটা সাদা, কোনোটা কালো, কোনোটা লালচে। ছাগলগুলো মাঠে চরে। ঘাস খায়। লতাপাতা খায়। ছাগল ডাকে ব্যাঁ ব্যাঁ। আশেপাশেই ছাগলছানাগুলো লাফালাফি করে।

২০২২

একটু দূরেই মতিবিবির মুরগির খামার। সেখানে আছে অনেক মোরগ আর মুরগি। সকাল বেলা মোরগের ডাকে সবার ঘুম ভাঙে। মোরগ ডাকে কুক্কুরু কু, কুক্কুরু কু। লালঝুঁটি মোরগ দেখতে খুব সুন্দর। মোরগ ও মুরগিগুলো এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। দানা খায়। মুরগি ডিম পাড়ে। সেগুলো বেচে মতিবিবি অনেক টাকা আয় করেন।

মতিবিবি একটা কুকুর পোষেন। সে খামারের মোরগ মুরগি পাহারা দেয়। রাতের বেলা শিয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। মুরগি খাওয়ার লোভে চুপি চুপি খামারের কাছে আসে। টের পেয়ে কুকুরটা ডেকে ওঠে ঘেউ ঘেউ করে। তাড়া করে শিয়ালকে।

মুরগির খামারের পাশে রয়েছে একটা বড় পুকুর। সেখানেই শীতল বড়ুয়ার হাঁসের খামার। সে খামারে অনেক হাঁস আছে। সকাল বেলা হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকে। দল বেঁধে পুকুরে নামে। শামুক খায়। দেখতে খুব ভালো লাগে।

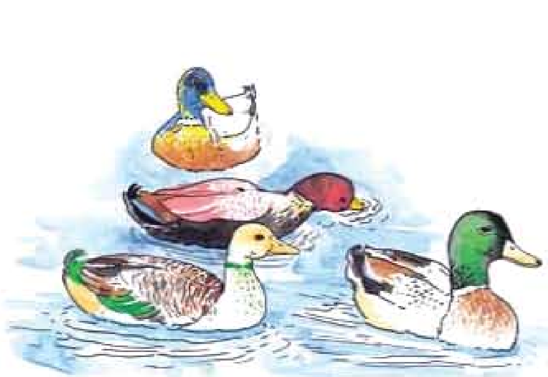

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খামার খইল ভুসি গোয়াল দানা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

খইল	দানা	ভুসি	গোয়ালে	খামারে

ক. কবুতরের খাওয়ার জন্য .... ছিটিয়ে দাও।

খ. .... অনেক পশুপাখি আছে।

গ. .... আর .... পশুপাখির জন্য ভালো খাবার।

ঘ. রাতে গরুগুলো .... থাকে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

হাম্বা	ম্ব	ম	ব	কম্বল, লম্বা
দ্বিতীয়	দ্ব	দ	ব	দ্বার, দ্বীপ
শ্রেণি	শ্র	শ	্র (র-ফলা)	শ্রমিক, পরিশ্রম

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রামের পাশের নদীটির নাম কী?

খ. রিতা কবুতরকে কী খেতে দেয়?

গ. ছাগলছানারা কী করে?

ঘ. লাল ঝুঁটি মোরগ দেখতে কেমন?

ঙ. মতিবিবি কী বেচে টাকা পান?

চ. খামারের মোরগ ও মুরগি কে পাহারা দেয়?

ছ. পুকুরে হাঁসগুলো কী করে?

২০২২

৫. রেখা টেনে মিল করি।

ব্যাঁ ব্যাঁ

হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া

হাম্বা হাম্বা

কুক্কুরু কু কুক্কুরু কু

ঘেউ ঘেউ

৬. নিচের একটি শব্দকে একের বেশি করে বানাই।

কুকুর	কুকুরগুলো
ছাগল	....
হাঁস	....
মুরগি	....
শিয়াল	....

৭. আমার প্রিয় প্রাণী সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

ছয় ঋতুর দেশ

আমাদের দেশটা কতো সুন্দর। তার নানা রূপ। চারপাশে সবুজ আর সবুজ। মাথার উপর নীল আকাশ। রুপালি ফিতার মতো নদী বয়ে যায়।

সকালে সূর্য ওঠে। নরম আলোয় চারদিক হেসে ওঠে। দুপুরে রোদ কড়া হয়। বিকালের রোদ সোনালি। সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে। রাত কখনো অন্ধকার, কখনো চাঁদের আলোয় ঝলমলে।

এভাবে একদিন হয়। সাত দিনে হয় এক সপ্তাহ। আর ত্রিশ দিনে এক মাস। বারো মাসে হয় এক বছর। দুই মাসে একটি ঋতু। আমাদের ঋতু হচ্ছে ছয়টি।

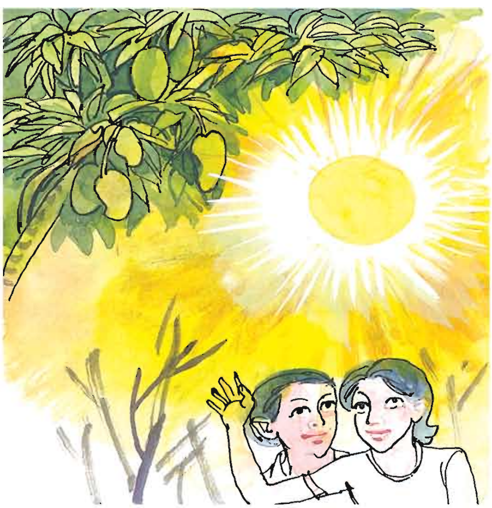

বাংলা বছর বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে খুব গরম পড়ে। খাল বিল শুকিয়ে ফেটে যায়। কখনো কখনো প্রচণ্ড ঝড় হয়। তখন জানমালেরও ক্ষতি হয়।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস নিয়ে বর্ষা ঋতু। আকাশে তখন ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। যখন তখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে। খালবিল পানিতে থই থই করে। ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং। কদম আর কেয়ার গন্ধে বাতাস ভরপুর থাকে।

২০২২

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে হয় শরৎ ঋতু। তখন নতুন ধানের শিষ বাতাসে মাথা দোলায়। এ সময় আকাশের রং হয়ে ওঠে গাঢ় নীল। তুলোর মতো হালকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। নদীর ধারে কাশফুলের দোলা লাগে। বাতাসে শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস মিলে হেমন্ত ঋতু। তখন মাঠে মাঠে ধান পাকে। ঘরে ঘরে নতুন চালের পিঠে পায়েস তৈরির উৎসব হয়। এ উৎসবকে বলে নবান্ন। এ সময় একটু একটু ঠান্ডা পড়তে থাকে। সকালে ঘাসের ডগায় হালকা শিশির জমে।

পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে শীত ঋতু। এ সময় খেজুরের রস ও গুড় পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। চারপাশ ঢাকা থাকে ঘন কুয়াশায়। সকালে গাছপালা আর ঘাসের ডগায় বেশ শিশির জমে। শীতের শেষ দিকে শুরু হয় গাছ থেকে পাতা ঝরা।

ফাল্গুন ও চৈত্র মাস মিলে বসন্ত ঋতু। এ সময় প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে। নানান ফুলে ভরা থাকে গাছ। শাখায় শাখায় পাখি গান করে। কোকিলের গানের সুরে মন ভরে যায়। বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা।

২০২২

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

রূপ	রুপালি	সন্ধ্যা	সুন্দর	ক্ষতি	জানমাল
প্রচণ্ড	গাঢ়	নবান্ন	উৎসব	সপ্তাহ	

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গাঢ়	রুপালি	সন্ধ্যার	সুন্দর	ক্ষতি	প্রচণ্ড

জানমালের	রূপ	নবান্ন	উৎসব

ক. কারো .... করা ভালো নয়।

খ. রাতের আকাশে .... চাঁদ দেখা যায়।

গ. .... আগেই বাড়ি ফিরে আসব।

ঘ. নববর্ষে কতো রকমের .... হয়।

ঙ. গোলাপ খুব .... ফুল।

চ. বন্যায় .... ক্ষতি হয়।

ছ. .... রোদে ঘুরে পিপাসা পেয়েছে।

জ. আষাঢ় মাসে আকাশে .... মেঘ হয়।

ঝ. হেমন্তকালে .... উৎসব হয়।

ঞ. বাংলাদেশে একেক ঋতুতে একেক .... দেখা যায়।

২০২২

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

সূর্য	র্য	´	য		কার্য, ধার্য
পশ্চিম	শ্চ	শ	চ		নিশ্চয়, পশ্চাৎ
জ্যৈষ্ঠ	জ্য	জ	্য	(য–ফলা)	জ্যান্ত, জ্যোতি
	ষ্ঠ	ষ	ঠ		কাষ্ঠ, ওষ্ঠ
গ্রীষ্ম	গ্র	গ	্র	(র–ফলা)	গ্রাম, অগ্র
	ষ্ম	ষ	ম		উষ্ম, উষ্মা
প্রচণ্ড	প্র	প	্র	(র–ফলা)	প্রথম, প্রচার
শ্রাবণ	শ্র	শ	্র	(র–ফলা)	শ্রেণি, বিশ্রাম
ভাদ্র	দ্র	দ	্র	(র–ফলা)	ভদ্র, নিদ্রা
আশ্বিন	শ্ব	শ	ব	(ফলা)	অশ্ব, বিশ্ব
ফাল্গুন	ল্গ	ল	গ		বল্গা, ফল্গু

৪. কোন কোন মাস নিয়ে কোন ঋতু হয় তা ফাঁকা ঘরে লিখি।

ভাদ্র ও আশ্বিন   বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ   কার্তিক ও অগ্রহায়ণ

পৌষ ও মাঘ   আষাঢ় ও শ্রাবণ   ফাল্গুন ও চৈত্র

ঋতু	মাস
হেমন্ত	
শরৎ	
গ্রীষ্ম	
শীত	
বসন্ত	
বর্ষা	

৫. ছবির বাম পাশে ঋতুর নাম লিখি ও ঠিক বাক্যের সাথে দাগ টেনে মিলাই।

বসন্ত ঋতু
....

শিউলি ফুল ফোটে।

....

আম, জাম, লিচু ইত্যাদি
ফল পাওয়া যায়।

....

নবান্ন উৎসব হয়।

....

কোকিলের কুহু ডাক
শোনা যায়।

....

মানুষ গরম কাপড় পরে,
আগুন পোহায়।

....

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে।

২০২২

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সাদা	কালো	শীত	গ্রীষ্ম	গরম	ঠান্ডা

ক. শরৎ ঋতুতে আকাশে .... মেঘ ভেসে বেড়ায়।

খ. হেমন্ত ঋতুতে একটু একটু করে .... পড়তে থাকে।

গ. বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস মিলে হয় .... ঋতু।

৭. আমার প্রিয় ঋতু সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা

১৯৭১ সাল। মার্চ মাস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলেন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। সারা দেশে চলছিল যুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য মুক্তিসেনারা লড়াই করছিলেন। তখন জুন মাস। এ দেশেরই একটি গ্রাম। ঐ গ্রামে ছিল জঙ্গল ঘেরা পুরানো এক জমিদার বাড়ি। সেখানে এক দল মুক্তিসেনা ঘাঁটি গেড়েছেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের দলনেতা। পাশের গ্রামে ছিল পাকিস্তানি শত্রুসেনারা।

হঠাৎ তারা গুলি চালাতে লাগল মুক্তিসেনাদের দিকে। বিপদ টের পেলেন দলনেতা। শত্রুরা তখন খুবই কাছে। গুলি ছুটে আসতে লাগল চারদিক থেকে। কী করবেন মুক্তিসেনারা? মুক্তিসেনাদের পিছনে ছিল একটা বড় গ্রাম। সেখানে অনেক মানুষের বাস।

পিছু হটে গেলে শত্রুরা সহজেই গ্রামটি ধ্বংস করবে। এতে ঘরবাড়ি পুড়বে। অনেক মানুষ মরবে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। জীবন দিয়ে হলেও শত্রুদের ঠেকাতে হবে। মুক্তিসেনারা পালটা গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। এক সময় গুলি এসে লাগল এক মুক্তিসেনার বুকে। লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। দেশের জন্য তিনি শহিদ হলেন।

বিপদ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু দলনেতা ভয় পেলেন না। তিনি বুঝলেন, শত্রুদের রুখতে হলে কৌশল বদলাতে হবে। শত্রুদের বোঝাতে হবে, মুক্তিসেনারা সংখ্যায় অনেক বেশি। তাই তারা কৌশলে বার বার জায়গা বদলালেন। আর নতুন নতুন আড়াল থেকে অনবরত গুলি ছুঁড়লেন।

বুদ্ধিটা কাজে লাগল। এক সময় শত্রুর গুলি কমে এলো। মুক্তিসেনাদের বুদ্ধি ও সাহসে শত্রুরা পিছু হটল। গ্রামটি রক্ষা পেল। ঘটনাটি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুক্তিযুদ্ধ   মুক্তিসেনা   ঘাঁটি   শহিদ   কৌশল   স্বাধীনতা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শহিদ	মুক্তিযুদ্ধ	কৌশলে	মুক্তিসেনারা	ঘাঁটি

ক. মুক্তিসেনারা .... বিপদ মোকাবিলা করলেন।

খ. পিছনে রয়েছে মুক্তিসেনাদের বড় ....।

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেকে .... হয়েছেন।

ঘ. .... দেশের গৌরব।

ঙ. ১৯৭১ সালে এ দেশে .... হয়েছিল।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বঙ্গবন্ধু	ঙ্গ	ঙ	গ		বঙ্গ, ভঙ্গ
	ন্ধ	ন	ধ		অন্ধ, বন্ধ
মুক্তিযুদ্ধ	ক্ত	ক	ত		রক্ত, শক্ত
	দ্ধ	দ	ধ		বুদ্ধি, শুদ্ধ
পাকিস্তানি	স্ত	স	ত		আস্ত, সস্তা
অস্ত্র	স্ত্র	স	ত	্র (র-ফলা)	বস্ত্র, নিরস্ত্র
আক্রমণ	ক্র	ক	্র	(র-ফলা)	বিক্রয়, শুক্র

২০২২

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন?

খ. মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন?

গ. মুক্তিসেনারা কেন পিছু হটতে চাইলেন না?

ঘ. একজন মুক্তিসেনা কীভাবে শহিদ হলেন?

ঙ. দলনেতার নতুন কৌশল কী ছিল?

চ. গ্রামটি কীভাবে রক্ষা পেল?

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

যুদ্ধ	শান্তি	মুক্তিসেনা	শত্রুসেনা	জীবন	মরণ	শত্রু	মিত্র

ক. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা .... করেছি।

খ. পাকিস্তানি সেনারা আমাদের ....।

গ. মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের জন্য অনেক মানুষ .... দিয়েছেন।

ঘ. .... পিছু হটতে শুরু করল।

৬. পড়ি ও বলি।

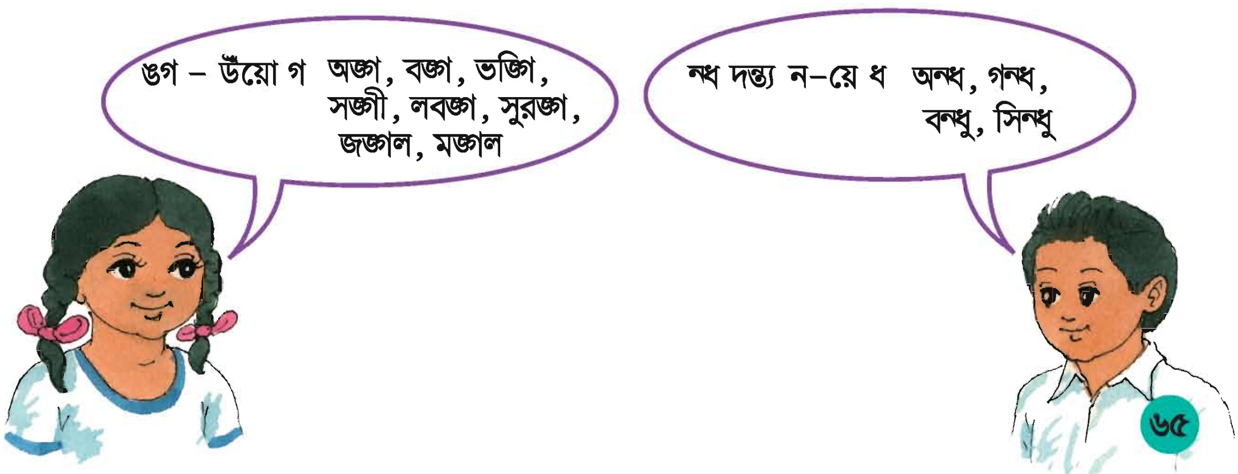

২০২২

কাজের আনন্দ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।

ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

ছোট পাখি, ছোট পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও, বলে যাও শুনি।

এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

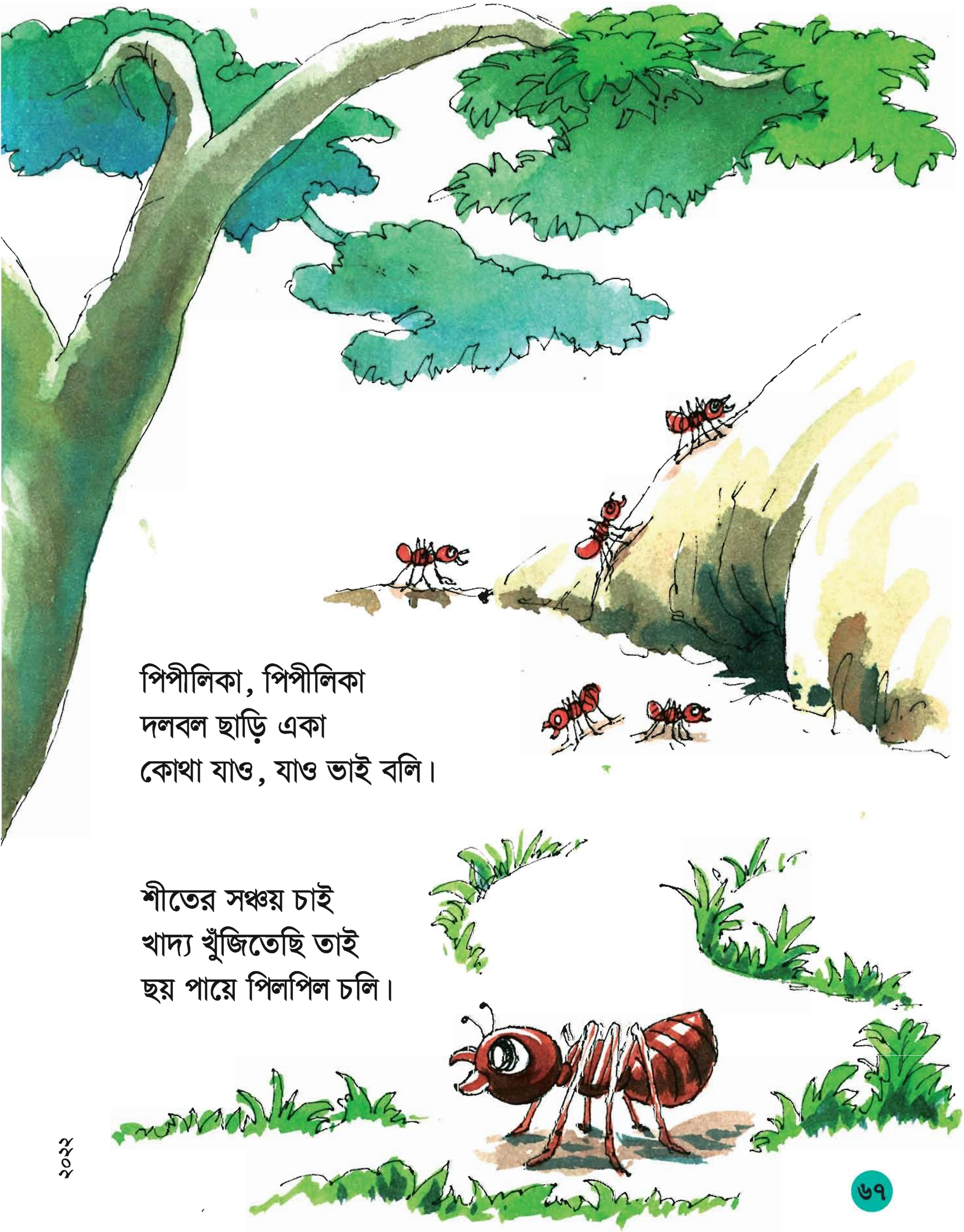

পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।

শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আহরণ কিচিমিচি তৃণলতা পিপীলিকা দলবল পিলপিল

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কিচিমিচি	পিলপিল	আহরণ	তৃণলতা	পিপীলিকা	দলবল

ক. পাখি .... দিয়ে বাসা বানায়।

খ. মৌমাছি ফুল থেকে মধু .... করে।

গ. পিঁপড়া .... করে চলে।

ঘ. মেয়েরা .... নিয়ে হাজির হলো।

ঙ. চড়ুইগুলো .... করে ডাকছে।

চ. .... সারি বেঁধে চলে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

তৃণ	তৃ	ত	ৃ	(ঋ–কার)	তৃষা, তৃতীয়
খাদ্য	দ্য	দ	্য	(য–ফলা)	সত্য, বিদ্যা
সঞ্চয়	ঞ্চ	ঞ	চ		পঞ্চাশ, পঞ্চম

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মৌমাছি কোথায় যায়?

খ. মৌমাছি কী কাজ করে?

গ. পাখি তৃণলতা আনে কেন?

ঘ. পিপীলিকা কী সঞ্চয় করে?

২০২২

৫. রেখা টেনে মিল করি।

দাঁড়াও না	আগে বুনি
যাই মধু	খুঁজিতেছি তাই
আপনার বাসা	সঞ্চয় চাই
খাদ্য	একবার ভাই
শীতের	আহরণে

৬. ছবি দেখি। ঠিক শব্দের সাথে দাগ টেনে মিলাই।

	মৌচাক
	পিলপিল চলি
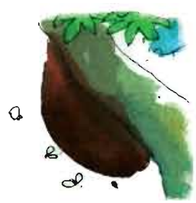	কিচিমিচি ডাকি
	পিঁপড়ার বাসা
	পাখির বাসা

৭. বাক্য পড়ি। যে যে কাজটি করে সেই ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

কাজ	ছোট পাখি	পিঁপড়া	মৌমাছি
আমি কিচিমিচি করে ডাকি।			
আমি নেচে নেচে চলি।			
আমি ফুলের মধু খাই।			
আমি পিলপিল করে চলি।			
আমি লতাপাতা দিয়ে বাসা বুনি।			
আমি শীতের খাদ্য সঞ্চয় করি।			

৮. ছবি দেখি। ঠিক শব্দ বসিয়ে ফাঁকা জায়গায় পূরণ করি।

এটি হলো .... । সে বাস করে .... । তার গায়ের রং .... এবং .... । সে .... খায়। .... খুবই সুন্দর একটি প্রাণী।

৯. মৌমাছি সম্পর্কে দুইটি বাক্য লিখি।

....

....

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

২০২২

সবাই মিলে করি কাজ

বহু দিন আগের কথা। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তখন মদিনা শহরে বাস করেন। শত্রুরা দুই দুই বার মদিনায় হামলা করল। কিন্তু তারা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না। মহানবি (স) সবাইকে ডাকলেন। বললেন, শত্রুরা যেন কিছুতেই শহরে ঢুকতে না পারে। তাই শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা দরকার।

অনেকেই বললেন, এত লম্বা পরিখা কীভাবে খনন করা যায় ?

মহানবি (স) তাঁদের বললেন, সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয়। এটা দুই একজনে করতে পারবে না। সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। নবিজি (স) এর কথামতো দশজন করে কয়েকটি দল গড়া হলো। কোন দল কতোটুকু মাটি কাটবে তা আগেই ঠিক করে নিতে বললেন তিনি।

মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল। একটি দলে নয়জন কাজ করছিল। নবিজি (স) সেখানে গিয়ে বললেন, আমিও তোমাদের দলে কাজ করব। আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে দাও।

মহানবি (স) এর কথা শুনে সবাই বললেন, আমরা থাকতে আপনি কেন এ কাজ করবেন ?

নবিজি (স) বললেন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা কাজ করবে আর আমি বসে বসে দেখব ?

সকলে আবারও আপত্তি জানালেন। মহানবি (স) তাঁদের কথা শুনলেন না। বললেন, এটা আমারও কাজ। সবাই মিলে করলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।

এ কথা বলে মহানবি (স) নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিলেন। এটি দেখে সকলে মাটি কাটা শুরু করলেন।

শহরের চারদিকে পরিখা খনন শেষ হলো। সকলে বুঝলেন, সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে কোনো বাধাই থাকে না। কঠিন কাজও তখন সহজ হয়ে যায়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মহানবি (স) শত্রু প্রবেশ করা পরিখা খনন করা গড়া আপত্তি ঝুড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মহানবি (স)	শত্রুরা	দল	পরিখা	গড়া	মিলেমিশে

ক. .... নিজের মাথায় ঝুড়ি তুলে নিলেন।

খ. মদিনা শহরে .... প্রবেশ করতে পারছিল না।

গ. নবিজি (স) এর কথামতো দশজন করে কয়েকটি দল .... হলো।

ঘ. ফুটবল খেলায় মোট এগারোজন নিয়ে .... গঠন করা হয়।

ঙ. শহরের চারপাশে .... খনন করা হলো।

চ. সবাই ....কাজ করলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

মুহাম্মদ	ম্ম	ম | ম	আম্মা, সম্মত
আপত্তি	ত্ত	ত | ত	সম্পত্তি, বিপত্তি

৪. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মহানবি (স) পরিখা শত্রু বাধা আপত্তি

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কোন শহরে বাস করতেন ?

খ. শত্রুরা কতোবার মদিনায় হামলা করে ?

গ. মহানবি (স) সকলকে কী খনন করতে বললেন ?

ঘ. নবিজি (স) কয়জন করে দল গঠন করতে বললেন?

ঙ. সকলে মাটি কাটা শুরু করলেন কেন ?

চ. কে নিজের মাথায় ঝুড়ি তুলে নিলেন ?

ছ. কঠিন কাজ কীভাবে সহজ হয়ে যায় ?

জ. শত্রুরা কেন শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না ?

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবেশ	বাহির		সহজ	কঠিন		শুরু	শেষ

ক. শত্রুবাহিনী শহরে .... করতে পারছিল না।

খ. মহানবি (স) মাথায় ঝুড়ি তুলে নিয়ে মাটি কাটার কাজ........ করলেন।

গ. সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই .... নয়।

৭. বাক্য শেষে বিরামচিহ্ন বসাই।

নবিজি (স) বললেন আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ☐

পরিখাটি ছিল অনেক লম্বা ☐

গল্পটি পড়ে তোমার কেমন লাগল ☐

সবাই মিলেমিশে কাজ করলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায় ☐

কখন পরিখা খনন করা হয় ☐

২০২২

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
অ	
অঞ্চল	– এলাকা, দেশের বিভিন্ন অংশ।
অন্ধকার	– আলোর অভাব, আঁধার।
অনুষ্ঠান	– আয়োজন, উৎসব।
আ	
আপত্তি	– অমত, অসম্মতি ।
আলসে	– অলস, কুঁড়ে।
আহরণ	– জোগাড়।
উ	
উৎসব	– আনন্দের অনুষ্ঠান।
উনুন	– চুলা।
ক	
কণ্ঠ	– গলা।
কাঠুরে	– যে কাঠ কাটে।
কিচিমিচি	– পাখির ডাক।
কিছুক্ষণ	– অল্প সময়।
কুসুম	– ফুল।
কুড়াল	– কাঠ কাটার হাতিয়ার।
কূল	– নদীর তীর।
কোষ	– কোয়া, কাঁঠাল বা কমলালেবুর আলগা অংশ।
ক্ষ	
ক্ষতি	– লোকসান।
খ	
খইল	– পশুর খাবার।
খনন	– খোঁড়া, গর্ত করণ ।
খরতর	– প্রবল।
খড়	– শুকনা ঘাস, ধান গাছের শুকানো অংশ।
খামার	– পশুপালন বা ফসল ফলানোর জায়গা।
খোসা	– ছাল, চামড়া, ফল বা সবজির আবরণ।
গ	
গড়া	– তৈরি করা ।
গাঢ়	– ঘন, জমাট বাঁধা।

২০২২

শব্দ	অর্থ
গোয়াল	– গরু রাখার ঘর।
ঘ	
ঘাঁটি	– সৈন্যদের থাকার জায়গা।
চ	
চাষা	– চাষি, যিনি চাষ করেন।
চিকচিক	– উজ্জ্বল।
চিরল	– মাঝখানে চেরা।
জ	
জানমাল	– জীবন ও জিনিসপত্র।
জাতীয়	– জাতির নিজস্ব।
জিরোয়	– বিশ্রাম নেয়।
ঝ	
ঝক ঝকাঝক	– ঝকঝক শব্দ।
ঝাঁক	– পাখি বা মাছের দল।
ঝাঁকড়া	– ঘন গোছা।
ঝুড়ি	– বাঁশ বা বেতের তৈরি চাঙারি বা পাত্র।
ট	
টলটলে	– পরিষ্কার।
ড	
ডাঁশা	– পাকা ও কাঁচার মাঝামাঝি।
ঢ	
ঢালু	– নিচু।
ত	
তালপুকুর	– যে পুকুরের পাড়ে অনেক তালগাছ আছে।
তরতর করে	– তাড়াতাড়ি করে।
তৃণলতা	– ঘাস ও লতা।
দ	
দলবল	– দলের সবাই।
দানা	– বিচি, বীজ, ছোলা, মটর বা গম।
দুঃখ	– মনের কষ্ট।
ধ	
ধরণী	– পৃথিবী।
ধার	– নদীর তীর।

শব্দ	অর্থ
ধারা	– স্রোত।
ধুম	– জাঁকজমক।
ন	
নবান্ন	– নতুন ধান থেকে তৈরি চালের পিঠা–পায়েস ইত্যাদি।
নাওয়া	– গোসল করা।
নাশতা	– সকালের খাবার, হালকা খাবার।
প	
পরিখা	– শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য মাটির মধ্যে তৈরি গর্ত।
পাহারাদার	– পাহারা দেয় যে।
পাড়ি	– পাড়।
পিপীলিকা	– পিঁপড়ে।
পিলপিল	– পিঁপড়ের চলা।
পেরুলেই	– পার হলেই।
পোহানো	– উপভোগ করা।
প্রবেশ করা	– ঢোকা ।
প্রচন্ড	– ভয়ানক।
প্রার্থনা	– কোনো কিছু চাওয়া।
ফ	
ফলে	– জন্মায়
ফের	– আবার।
ব	
বর্ণ	– রং।
বাঁকে বাঁকে	– নদী বা রাস্তা যেখানে বেঁকে যায়।
বাগ	– বাগান, বাগিচা।
বাজনা	– বাদ্য বাজানোর শব্দ।
বাদল	– বৃষ্টি।
বাদাড়	– জঙ্গল।
বিখ্যাত	– নামকরা।
বুনি	– বুনন করি।
বেলা	– সময়।
বেশ	– ভালো।
ভ	
ভরো ভরো	– প্রায় ভরে গেছে এমন।
ভানা	– শস্য থেকে খোসা বা তুষ ছাড়িয়ে নেওয়া।
ভাপ	– গরম পানির ধোঁয়া।
ভুসি	– ছোলা বা গমের কুঁড়ো বা খোসা।
ম	
মকতব	– মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ।

২০২২

শব্দ	অর্থ
মজাদার	– সুস্বাদু, স্বাদের খাবার।
মধুর	– খুব মিষ্টি।
মমতা	– মায়া, স্নেহ।
মহানবি (স)	– নবিদের মধ্যে সেরা, হযরত মুহাম্মদ (স)।
মিষ্টি	– মিঠা।
মুক্তিযুদ্ধ	– দেশকে স্বাধীন করার লড়াই।
মুক্তিসেনা	– স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করে।
মুগ্ধ	– বিভোর, অভিভূত।
মুনাজাত	– কোনো কিছু চাওয়া, প্রার্থনা।
মোদের	– আমাদের।
মৌমাছি	– মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ।
র	
রহমান	– করুণাময় আল্লাহ।
রহিম	– যাঁর (আল্লাহ) অনেক দয়া।
রাত দুপুরে	– মাঝ রাতে।
রূপ	– শোভা।
রুপালি	– রুপার মতো।
ল	
লোভী	– অনেক লোভ যার।
শ	
শত্রু	– দুশমন।
শহিদ	– মহৎ কাজে যিনি জীবন দেন।
শেফালি	– এক ধরনের ফুল।
স	
সঞ্চয়	– সংগ্রহ।
সৎ পথ	– ভালো কাজের রাস্তা।
সততা	– কাজে ও কথায় সৎ থাকা।
সন্ধ্যা	– দিন ও রাতের মিল হয় যে সময়ে।
সপ্তাহ	– সাত দিন।
সাড়া	– শোরগোল বা আলোড়ন।
সিদ্ধ	– আগুনের তাপে রান্না করা।
সুন্দর	– ভালো, উত্তম।
সুগন্ধ	– সুবাস, যার ভালো গন্ধ আছে।
সূয্যি	– সূর্য, রবি।

২০২৫

শব্দ	অর্থ
সূয্যি মামা	– সূর্যকে আদর করে মামা ডাকা হয়েছে
সুরেলা	– খুব মধুর সুর।
স্রোত	– জলের ধারা।
স্বজন	– আপন লোক, বন্ধু–বান্ধব।
স্বাধীনতা	– বাধাহীনতা, মুক্তি।
হ	
হাঁক	– চিৎকার করে ডাকা।
হাঁটুজল	– হাঁটু সমান পানি।
হেলা	– অবহেলা।

সমাপ্ত

২০২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ২য়- বাংলা

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য